STOP ATROCITIES ON MINORITIES

পরিষদ বার্তা

ফেব্রুয়ারি ২০১৬
নবপর্যায় ৩৪
মূল্য ১০ টাকা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

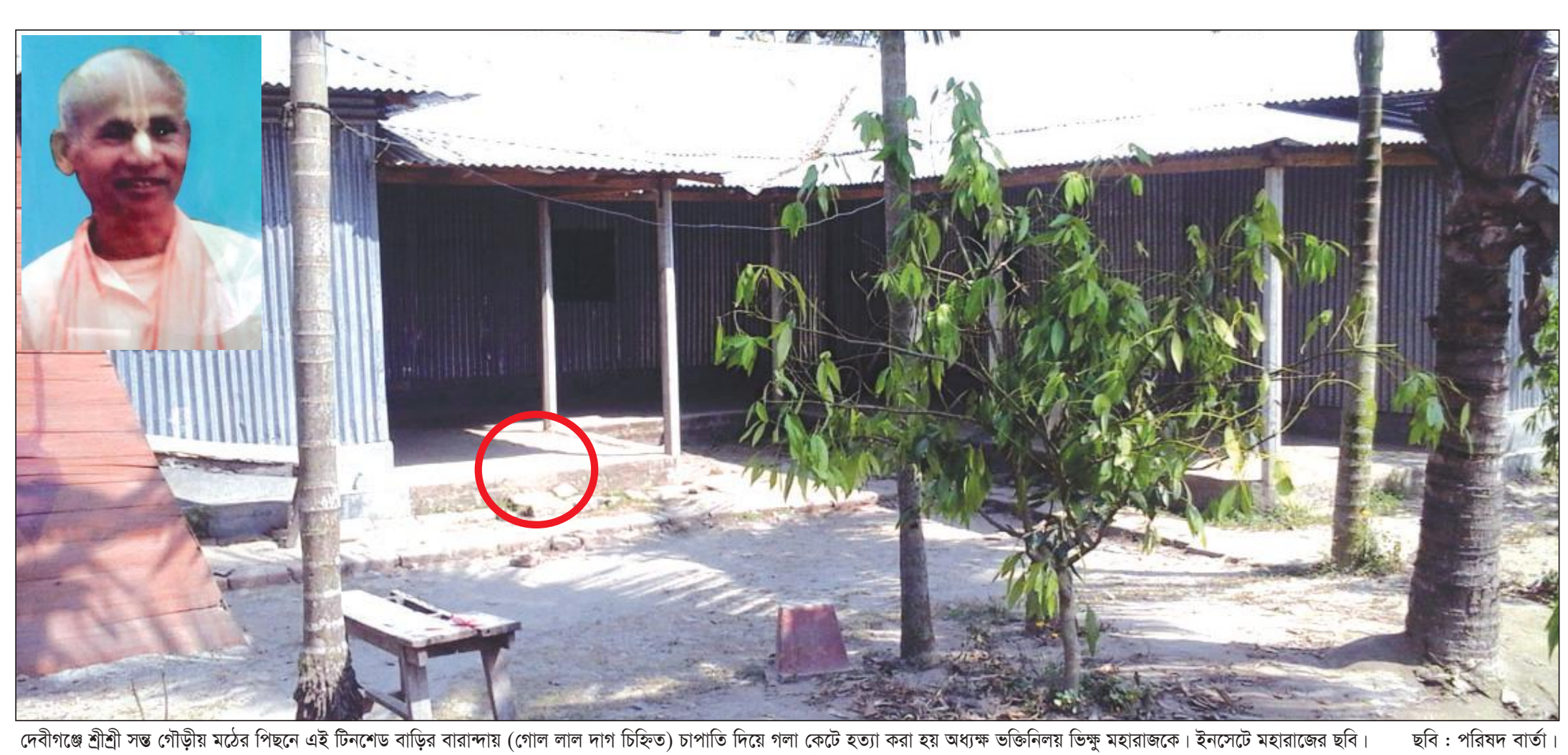

দেবীগঞ্জে শ্রীশ্রী সন্ত গৌড়ীয় মঠের পিছনে এই টিনশেড বাড়ির বারান্দায় (গোল লাল দাগ চিহ্নিত) চাপাতি দিয়ে গলা কেটে হত্যা করা হয় অধ্যক্ষ ভক্তিনিলয় ভিক্ষু মহারাজকে। ইনসেটে মহারাজের ছবি। ছবি : পরিষদ বার্তা।

পঞ্চগড়ে সন্ত গৌড়ীয় মঠে গলা কেটে সাধু হত্যা

॥ পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ থেকে ফিরে বিশেষ প্রতিনিধি ॥

'আমাদের বাঁচতে দিন'– সকাল এগারোটার দিকে গনগনে সূর্য মাথায় রেখে আমরা কয়েকজন সাংবাদিক শ্রীশ্রী সন্ত গৌড়ীয় মঠে প্রবেশ করতেই নির্মীয়মান সাধু নিবাসের দেয়ালে হাতে লেখা এই পোস্টারটি চোখে পড়লো। কাঁচা হাতের লেখা, কিন্তু আর্তিটি হৃদয় নিংড়ানো। পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার দেবীডোবা ইউনিয়নের সোনাপোতা গ্রামের এই বৈষ্ণব মঠেই ২১ ফেব্রুয়ারির ভোরে জঙ্গিরা হানা দিয়ে অধ্যক্ষ ভক্তিনিলয় ভিক্ষু মহারাজকে (পূর্ব নাম যজ্ঞেশ্বর দাস) গলা কেটে হত্যা করে, মঠের আরেক ব্রহ্মচারী গোপাল দাসকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা চালায়। এই ঘটনার পর গোটা এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচন্ড আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ভক্তিনিলয় মহারাজ ১৯৯৮ সালে নিজের জায়গাজমি বিক্রি করে এখানে ২৬ শতাংশ জায়গার ওপর এই মঠটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। সোনাপোতা গ্রামে প্রায় তিনশো ঘর হিন্দু রয়েছে। দেবীগঞ্জ উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান পরিমল দে সরকার জানালেন, দেবীডোবা ইউনিয়নে জনসংখ্যার ৪০ শতাংশই হিন্দু।

২১ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উদযাপিত হচ্ছিল মাঝরাত থেকে। ভোর সাড়ে ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে জঙ্গিরা মঠে হামলা চালায়। তখন মঠে পূজার প্রস্তুতি চলছিল। করতোয়া সেতুর পশ্চিম প্রান্তের উত্তর পাশে খোলা জায়গায় মঠটি অবস্থিত। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, তিন জঙ্গি মোটরসাইকেলে এসে সেতুর পশ্চিম প্রান্তে থামে। একজন মোটর সাইকেলে অবস্থান করে, বাকি দুজন মঠে প্রবেশ করে। মঠে সাধুনিবাস নির্মাণের কাজ চলছে। তাই অধ্যক্ষ মহারাজ মঠের পিছনে নরেশ চন্দ্র বর্মন নামে এক ভক্তের টিনশেডে থাকতেন। ভোর থেকে মন্দিরে

পৃষ্ঠা ২

ঐক্য পরিষদের বর্ধিত সভা

সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের দাবি

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকার শহীদ তাজুল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের বর্ধিত সভায় সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় অনতিবিলম্বে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের জন্যে সরকারের কাছে জোর দাবি জানানো হয়েছে। জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ ও কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সারা দেশের ৭০ টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এতে উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গৃহীত আরেক প্রস্তাবে মার্চে অনুষ্ঠিতব্য ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে যাতে সারা দেশের ইউনিয়ন পরিষদে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির আনুপাতিক অংশীদারিত্ব-প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয় সে ব্যাপারে আওয়ামী লীগসহ সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে।

সভায় কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সকল রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক কমিটিতে অন্যূন বিশ ভাগ সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্যে দেশের সকল রাজনৈতিক দলের কাছে জোর দাবি জানানো হয়েছে।

ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মহাসমাবেশে গৃহীত ৭ দফা দাবির ভিত্তিতে ধর্মীয় বৈষম্যবিরোধী

পৃষ্ঠা ২

'যুক্তরাষ্ট্র শাখার নামে প্রচারিত মন্তব্য ঐক্য পরিষদ অনুমোদন করে না'

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ এক বিবৃতিতে বলেন, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র শাখার নামে প্রকাশিত একটি সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র শাখার নাম অবৈধভাবে ব্যবহার করে কিছু মন্তব্য করা হয়েছে যা কোনভাবেই বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি অনুমোদন করে না এবং ওই সাংবাদিক সম্মেলনে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তারা বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাথে যুক্ত নন। বাংলাদেশে গরু জবাই বন্ধের কোনো বক্তব্যের সাথে কেন্দ্রীয় কমিটি বা আমাদের অনুমোদিত

পৃষ্ঠা ২

কাজল দেবনাথের বিরুদ্ধে মন্ত্রীর পাঠানো লিগ্যাল নোটিশ প্রত্যাহারের দাবি

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

হিন্দু সম্পত্তি দখলের প্রতিবাদ করায় বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি কাজল দেবনাথের নামে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজারের পাঠানো উকিল নোটিশ প্রত্যাহারের দাবিতে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ। মানববন্ধনে বলা হয়, অবিলম্বে নোটিশ প্রত্যাহার করা না হলে আবার আন্দোলন শুরু হবে।

নোটিশ ও জবাব ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়

মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন,

পৃষ্ঠা ২

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি কাজল দেবনাথ এর প্র
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার এর
হয়রানিমূলক উকিল নোটিশ অনতিবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।
বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি কাজল দেবনাথের বিরুদ্ধে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার-এর পাঠানো লিগ্যাল নোটিশের প্রতিবাদে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ছবি : পরিষদ বার্তা।

সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের দাবি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মানবাধিকারের আন্দোলন জোরদারের নিমিত্তে এবং চলতি বছরে জাতীয় সম্মেলনের আয়োজনের নানাবিধ প্রস্তাব সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়।

সভায় 'সম্পাদকীয় প্রতিবেদন' উপস্থাপন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক। সভায় 'শোক প্রস্তাব' পাঠ করেন সংগঠনের দপ্তর সম্পাদক এ্যাডভোকেট দিপংকর ঘোষ। আলোচনায় অংশ নেন উষাতন তালুকদার এম.পি. ছাড়াও সর্বশ্রী চন্দন চক্রবর্তী (পাবনা), জয়ন্তী রায় (মহিলা ঐক্য পরিষদ), তাপস হোড় (চট্টগ্রাম দক্ষিণ), বিশ্বজিৎ সাধু (সাতক্ষীরা), মার্টিন হীরক (চুয়াডাঙ্গা), মনোরঞ্জন সরকার (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), মনমোহন দেবনাথ (হবিগঞ্জ), প্রদীপ দে (সিলেট মহানগর), রাধাপদ দেব (মৌলভীবাজার), ক্যাপ্টেন শচীন কর্মকার, শুকদেব নাথ তপন (ফেনী), রমেন মন্ডল (ছাত্র-যুব ঐক্য পরিষদ), সাধন চক্রবর্তী (টাঙ্গাইল), সুবীর সমাদ্দার (ঝিনাইদহ), এ্যাডভোকেট সুনীল কুমার (গাজীপুর মহানগর), বিমান বিহারী রায় (খুলনা জেলা), পরিমল চন্দ্র গুহ (আইনজীবী ঐক্য পরিষদ), পরিমল দাস (খুলনা মহানগর), মনীন্দ্র চন্দ্র মন্ডল (গাজীপুর জেলা), কমান্ডার গোপীনাথ দাস (নারায়ণগঞ্জ), হীরালাল বালা (উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য), দিলীপ নাগ (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া), তপন রায় (কুমিল্লা), উত্তম দাস (পটুয়াখালী), রণজিত রায় (চাঁদপুর), রঞ্জন সাহা (নরসিংদী), প্রদীপ দাস (ঢাকা জেলা), রমেন বণিক (জামালপুর), সিতাংশু বিকাশ রায় (নেত্রকোনা), আশুতোষ রায় (মানিকগঞ্জ), লায়ন চিত্তরঞ্জন দাস (ঢাকা মহানগর দক্ষিণ), এ্যাডভোকেট কিশোর রঞ্জন মন্ডল, এ্যাডভোকেট শ্যামল কুমার রায়, জয়ন্ত দেব, প্রিয়রঞ্জন দত্ত, মনীন্দ্র কুমার নাথ, কাজল দেবনাথ, সুব্রত চৌধুরী প্রমুখ।

সভায় নিম্নোক্ত প্রস্তাবাবলী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়-

(১) এই বর্ধিত সভা বিগত ১৯.০৬.১৫ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বর্ধিত সভার প্রস্তাবাবলী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করছে। (২) সভা বিগত ৪ ডিসেম্বর, ২০১৫ইং তারিখে ঢাকার সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত মহাসমাবেশের সর্বাঙ্গীন সফলতায় গভীর সন্তোষ প্রকাশ করছে। সভা মনে করে, বিগত ৭ দশকের মধ্যে এ প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত ধর্মীয় সংখ্যালঘু-আদিবাসী মহাসমাবেশ ধর্মীয় বৈষম্যবিরোধী মানবাধিকারের আন্দোলনকে আগামি দিনে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে 'ইতিবাচক মাইফলক' হিসেবে কাজ করবে। (৩) এই বর্ধিত সভা ৭-দফা দাবির ভিত্তিতে ঐক্য পরিষদের মানবাধিকারের আন্দোলন জোরদারের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। (৪) এই বর্ধিত সভা ৭-দফা দাবিসম্বলিত প্রচারপত্র ইত্যাদি প্রকাশের মাধ্যমে তা ব্যাপকভাবে প্রচারের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এসব প্রচারপত্র, বুকলেট, লিফলেট, পোস্টার ইত্যাদির ডিজাইন বিভিন্ন জেলায় ই-মেইলে প্রেরিত হলে স্ব স্ব জেলা কমিটি তা নিজ উদ্যোগে স্ব স্ব জেলা সংগঠনের নামে মুদ্রণপূর্বক তা প্রচার ও প্রকাশ করবে। বিকল্পে ৭-দফা দাবি সম্বলিত বুকলেট প্রতি কপির জন্যে অন্যূন অগ্রিম ২/-টাকা প্রদান করে তা কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে। (৫) এই বর্ধিত সভা ৭-দফা দাবি নিয়ে জনমত গঠনের লক্ষ্যে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, গণসংগঠন ইত্যাদির সাথে ধারাবাহিক মতবিনিময়ের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। (৬) বর্ধিত সভা চলতি বছরের ২০শে মে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনটিকে 'দাবি দিবস' হিসেবে পালনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত এ ব্যাপারে সভা, সমাবেশ ইত্যাদি আয়োজন ছাড়াও স্থানীয় জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ৭ দফা দাবিসম্বলিত স্মারকলিপি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।(৭) সভা ৭-দফা দাবিতে আগামি নভেম্বর মাসের মধ্যে ৭টি বিভাগীয় সদরে সমাবেশ অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। (৮) সভা চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসে সুবিধামতো সময়ে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং এতদসংক্রান্ত সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় স্থায়ী কমিটির উপর অর্পণ করছে। সভা আগামী জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। (৯) সভা চলতি বছরের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিতব্য ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির যথাযথ অংশীদারীত্ব ও প্রতিনিধিত্ব যাতে নিশ্চিত হয় সে ব্যাপারে যথাসময়ে পদক্ষেপ নেয়ার জন্যে দেশের সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে। একই সাথে যোগ্য, দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা যাতে সম্ভাব্য নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রার্থী হয় তার জন্যে তাদের উৎসাহিত করতে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ইউনিটকে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশদানের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। একই সাথে সম্ভাব্য প্রার্থীদের এলাকাভিত্তিক নামের তালিকা পদসহ কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে আগামি এক সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণের জন্যে জেলা কমিটিসমূহের প্রতি নির্দেশদানের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। (১০) সভা এ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরীকে আহবায়ক, নির্মল রোজারিওকে সমন্বয়ক ও মিলন কান্তি দত্ত, এ্যাডভোকেট তাপস পাল, ব্যারিস্টার বিপব বড়ুয়াকে সদস্য করে ৫ সদস্যবিশিষ্ট গঠনতন্ত্র সংশোধন সাব-কমিটি গঠনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এ সাব-কমিটি গঠনতন্ত্র সংশোধনে যাবতীয় প্রস্তাবনা অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সম্মেলনের অন্যূন ৩ (তিন) মাস পূর্বে কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদকের কাছে পেশ করবে, যাতে সম্মেলনের আগেই এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

(১১) বর্ধিত সভায় মেয়াদোত্তীর্ণ সকল জেলা কমিটিকে অবশ্যই আগামি ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জেলা সম্মেলনের আয়োজনের যথাযথ উদ্যোগ নেয়ার নির্দেশদানের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

(১২) বর্ধিত সভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত রাজনৈতিক কাঠামোতে শতকরা বিশভাগ হারে ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্যে দেশের সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহবান জানাচ্ছে। (১৩) বর্ধিত সভা দেশের বিভিন্ন স্থানে অব্যাহতভাবে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জায়গা-জমি, বাড়ি-ঘর, উপাসনালয়, দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যক্তি ও সংগঠনের নামে জবরদখল ও জবরদখলের অপপ্রয়াসের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং এ ব্যাপারে যথাযথ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে সরকার ও সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। (১৪) বর্ধিত সভা জাতীয় বাজেটে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাজিত বৈষম্য নিরসনে সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছে। সভা বৈষম্যের ক্ষেত্রসমূহ নির্ধারণ করে সম্ভাব্য সুপারিশ প্রণয়নপূর্বক যথাশীঘ্র সম্ভব কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদকের কাছে পেশের জন্যে মনীন্দ্র কুমার নাথকে আহ্বায়ক করে একটি সাবকমিটি গঠন করেছে। এই আহ্বায়ক কমিটি কত সদস্যের হবে এবং কারা সদস্য হবেন তা আহ্বায়ক মহোদয় নিজেই নির্ধারণ করবেন।

লিগ্যাল নোটিশ প্রত্যাহারের দাবি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার চণ্ডীপুর ইউনিয়নের ৫৫টি ভূমিহীন হিন্দু (ক্ষত্রিয়) পরিবারের ভোগদখলীয় জমি জবর দখলের অপচেষ্টা করছে মন্ত্রীর নাম ভাঙিয়ে তাঁর কথিত খালাতো ভাই এমদাদ। এর প্রতিবাদ করায় কাজল দেবনাথকে অহেতুক হয়রানি করা হচ্ছে। তাঁরা বলেন, সংখ্যালঘু জনগণ কোনো ভাবেই এটা মেনে নেবে না। মানববন্ধনে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত বলেন, আমরা এটাকে উকিল নোটিশ মনে করি না। এটা হচ্ছে হয়রানিমূলক। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু এগুলো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাধা দিচ্ছে। তিনি বলেন, যদি এই নোটিশ প্রত্যাহার করা না হয়, তা হলে আন্দোলন সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়বে। সভায় অবহিত করা হয়, সম্পত্তি দখলের সেই চেষ্টা ছিল বিভীষিকাময়। হিন্দুদের বাড়ি-ঘর, গরু-ছাগল পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, মহিলাদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল করা হয়েছে। এখনো অনেকে অবরুদ্ধ অবস্থায় আছেন, তাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করা দরকার। বক্তারা বলেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার এর সহায়তায় স্থানীয় সরকারি দলের নেতারা এবং এমদাদ চৌধুরী হিন্দুদের জায়গা দখল করছে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আহ্বান এই মন্ত্রীকে অপসারণ করুন।

মানববন্ধনে আরও বক্তব্য দেন অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত, এ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, বাসুদেব ধর, জেএল ভৌমিক, মিলন দত্ত, এ্যাডভোকেট পরিমল গুহ, এ্যাডভোকেট তাপস কুমার পাল, নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, এ্যাডভোকেট কিশোর রঞ্জন মণ্ডল, পদ্মাবতী দেবী প্রমুখ।

সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

ক্ষমতায়ন ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। তিনি বলেন, সমাজের একটি অংশকে দুর্বল ও মর্যাদাহীন রেখে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সবার সমান মর্যাদা অধিকার নিশ্চিত করেই জাতিকে এগুতে হবে।

এ্যাডভোকেট দাশগুপ্ত অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে এবং সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে বিগত ৪ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মহাসমাবেশে গৃহীত ঐক্যমত্যের ৭ দফার ভিত্তিতে মানবাধিকার আন্দোলন জোরদারে গুরুত্ব আরোপ করে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন। তিনি এ ব্যাপারে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সর্বস্তরে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪ আন্দরকিল্লাস্থ ঐক্য পরিষদ কার্যালয়ে চট্টগ্রাম হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও সুধীজনদের সাথে মত বিনিময় অনুষ্ঠান অধ্যক্ষ বিজয়লক্ষী দেবীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত। এ্যাডভোকেট চন্দন বিশ্বাসের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন তাপস হোড়, এ্যাডভোকেট নিতাই প্রসাদ ঘোষ, এ্যাডভোকেট প্রদীপ কুমার চৌধুরী, সুবোধ মিত্র, আনন্দ মোহন আইচ, সাগর মিত্র, অসীম দেব, হরিপদ চৌধুরী বাবুল, রাজু দাশ হিরো, অনুপ রক্ষিত প্রমুখ।

পঞ্চগড়ে সন্ত গৌড়ীয় মঠে গলা কেটে সাধু হত্যা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পূজার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন মঠের আরেক ব্রহ্মচারী রাধামাধব দাস। মঠের ব্রহ্মচারী গোপাল দাস নির্মীয়মান সাধুনিবাসের শেষ প্রান্তে রান্নাঘরে বাসনপত্র মাজছিলেন, আর গলায় ছিল কীর্তনের সুর। এর মধ্যেই প্রায় নিঃশব্দে প্রবেশ করে ঘাতক জঙ্গিরা। রাধামাধব ব্রহ্মচারী পুজোর প্রস্তুতি নিয়ে ভক্তিনিলয় মহারাজের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর ভাষ্য, দেরী দেখে মন্দির থেকে বেরিয়ে পিছনে আসেন, চোখ পড়ে টিনশেডের বারান্দার দিকে, রক্তের মধ্যে ভাসছে মহারাজের দেহ, গলাকাটা। তিনি চিৎকার দিয়ে ওঠেন। দুই জঙ্গি চাপাতি ও পিস্তল হাতে ছুটে আসে মন্দিরের দিকে। রান্নাঘরে ব্যস্ত গোপাল দাসকে ধমক দিয়ে গুলি ছোড়ে। তারপর বোমা ফাটিয়ে গুলি ছুড়তে ছুড়তে সেতুর পশ্চিম প্রান্তে উঠে অপেক্ষারত মোটর সাইকেলে উঠে চলে যায়। মঠকর্মী নিতাইপদ দাস বর্ণনা দেন এভাবে, সকাল সাতটার দিকে দুটি গুলির শব্দ শুনতে পাই। এরপর চিৎকার। দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি, আমার সামনে বছর ৩০-৩৫এর এক খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা যুবক পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে। তার গায়ে কালো জ্যাকেট। উত্তর দিকে টিনশেডের বারান্দায় মঠের অধ্যক্ষকে চাপাতি দিয়ে কোপাচ্ছে আরেকজন। আমি বেরিয়ে এলে গুলি ছোড়া হয়। ভাগ্যক্রমে গুলি গায়ে লাগেনি। আমি দৌড়ে পাশের বাজারে গিয়ে লোকজনকে ঘটনা জানাই। এর মধ্যে হামলাকারীরা মোটরসাইকেলে উঠে চলে যায়। গোপাল দাসের হাতে গুলি লেগেছে, তাঁকে প্রথমে উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, বর্তমানে ঢাকায় চিকিৎসাধীন আছেন।

ব্রহ্মচারী রাধামাধব দাস জানালেন, মূলত ভিক্ষার অর্থেই মঠটি পরিচালিত হয়। কিছু কিছু চাঁদা আসে ভক্তদের কাছ থেকে। মঠে হামলার কারণ তিনি বুঝতে পারছেন না। তবে এখন বেশ ভয়ে ভয়ে আছেন সবাই।

আমার সঙ্গে ছিলেন দিনাজপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি চিত্ত ঘোষ ও দৈনিক আমাদের সময়ের দিনাজপুর প্রতিনিধি রতন সিং।

দেবীগঞ্জ গৌড়ীয় মঠটি একেবারে খোলা জায়গায় অবস্থিত, কোনো সীমানা প্রাচীর নেই। আশেপাশের এলাকা থেকে ভক্তসমাগম হলে স্বাভাবিকভাবে করতোয়া সেতু পর্যন্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিস্তৃত হয়। নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকেই। মঠ পরিদর্শন শেষে আমরা পঞ্চগড় সদরে গিয়ে পুলিশ সুপার মো. গিয়াসউদ্দিন আহমদের সঙ্গে কথা বলি। তিনি জানান, দুই পর্যায়ে ছয়জন জঙ্গিকে আটক করা হয়েছে। আলামতও সংগৃহিত হয়েছে। এখন জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, অচিরেই ঘটনা পুরো উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যাবে। এ সাক্ষাৎকারের সময় আমাদের সঙ্গে প্রথম আলোর পঞ্চগড় প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন।

পঞ্চগড় ছাড়াও দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁওয়ে কয়েকজন সংবাদিক, বুদ্ধিজীবি ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ-বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ নেতাদের সঙ্গে দেবীগঞ্জ মঠে হামলা এবং বৃহত্তর দিনাজপুরের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। গোটা এলাকায় নভেম্বর মাস থেকে কিছু জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটে আসছে। এই গৌড়ীয় মঠে হামলার ঘটনাকে তারা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা মনে করেন না। আলোচনায় আরও আসে, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকা দেবীগঞ্জের একটি গ্রামে গৌড়ীয় মঠে ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে হামলার ঘটনা ঘটেছে। ঐ দিনই দুপুর দুটোয় কলকাতায় নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মঠের শত বর্ষ উপলক্ষে বৈষ্ণব মহাসম্মেলন ছিল, যা উদ্বোধন করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এইখানে অবস্থানকালে দেবীগঞ্জে সুন্দরদীঘি ইউনিয়নে ডা. বসন্ত রায়ের বাড়ির পারিবারিক শিব ও কালী মন্দিরে গভীর রাতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। তার আগে আটোয়ারীতে একটি মন্দিরে হামলা চালানো হয়। এই হামলায় মন্দিরের একটি গম্বুজ ভেঙ্গে যায়, অন্য গম্বুজগুলোতেও ফাটল ধরেছে। সীমান্তবর্তী এই এলাকায় উপর্যুপরি হামলার উদ্দেশ্যটা কি ?

'যুক্তরাষ্ট্র শাখার নামে প্রচারিত মন্তব্য ঐক্য পরিষদ অনুমোদন করে না'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র শাখার কোনো সংস্রব নেই।

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি প্রদত্ত এই বিবৃতিতে আরো বলা হয়, আমরা ইতোমধ্যে আমাদের অনুমোদিত বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, ইউ এস এ, ইনক এর নেতৃবৃন্দকে এই অবৈধ সংগঠন ও তার উস্কানিদাতাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানিয়েছি। আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই যে, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সকল রকম সাম্প্রদায়িকতার বিপক্ষে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হতে পারে এমন কোন বক্তব্য ঐক্য পরিষদ অনুমোদন করে না। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কাজ করে চলেছে। বাংলাদেশের সকল ধর্মপ্রাণ মুসলিম ভাই বোনদের প্রতি আহ্বান তারা যেন এই অশুভ শক্তির প্ররোচনায় বিভ্রান্ত না হন।

বর্ধিত সভা
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ
কেন্দ্রীয় কমিটি

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় মঞ্চে উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দ। ছবি : পরিষদ বার্তা

৭ দফা দাবি আদায়ে জোর আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে

(৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ইং তারিখে ঢাকায় শহীদ তাজুল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ ও কেন্দ্রীয় কমিটির যৌথ বর্ধিত সভায় উপস্থাপিত সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন)

প্রিয় বন্ধুগণ,

আজকের এই বর্ধিত সভায় আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। দূর-দুরান্ত থেকে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন, তজ্জন্যে জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

প্রিয় সহকর্মী বন্ধুগণ,

বিগত বছরের ১৯ জুন আগের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে অস্তিত্ব রক্ষার প্রত্যয়ে এবং সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে ঢাকার ঐতিহাসিক সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসী মহাসমাবেশ আয়োজনের কথা ছিল। একে সামনে রেখে ব্যাপক সাংগঠনিক কর্মসূচিও সেদিন গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু ঐ বছরের জানুয়ারি মাসের শুরু থেকে একনাগাড়ে প্রায় তিন মাস সারা দেশে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল সে পরিবেশে নিরাপত্তাজনিত কারণে যথাসময়ে মহাসমাবেশের আয়োজন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অনির্দিষ্টকালের জন্যে তা স্থগিত করতে হয়েছিল। পরবর্তীতে গত ১৯শে জুন ২০১৫ইং তারিখে বর্ধিত সভায় এই স্থগিতকৃত মহাসমাবেশকে গত ২৭শে নভেম্বর আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু টেকনিক্যাল কারণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঐদিন মহাসমাবেশ আয়োজনের অনুমতি না দিয়ে ৪ ডিসেম্বর তা আয়োজনের অনুমতি দেয়। সে প্রেক্ষিতে ঐদিনই মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এর সফলতা যদি হয়ে থাকে তবে তার কৃতিত্বের দাবিদার আপনারা, যারা তৃণমুল থেকে দলে দলে যোগদান করে প্রকৃত অর্থে এই সমাবেশকে মহাসমাবেশে পরিণত করেছেন। সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে তা অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কমিটির যে সব নেতৃবৃন্দ, কর্মীবৃন্দ অক্লান্তভাবে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় শ্রম দিয়েছেন তাদের সবার প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এই সমাবেশ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে বেশ প্রভাব তৈরি করেছে বলে আমার মনে হয়েছে। তবে তা যথার্থভাবে মুল্যায়নের দায়িত্ব আপনাদেরই।

প্রিয় বন্ধুগণ,

মহাসমাবেশের আগে সুদীর্ঘ প্রায় এক বছর ধরে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রায় সব সাংগঠনিক জেলায় ব্যাপক ভিত্তিতে সফর করা হয়েছে, নিয়মিত যোগাযোগও রাখা হয়েছে। এ সময়ে নানান জেলায় সংগঠনের জেলা সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৯ সেপ্টেম্বর সংগঠনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চ্যাপ্টারের সম্মেলন নিউইয়র্কে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির এক প্রতিনিধিদল এতে যোগ দিয়েছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে এ প্রতিনিধিদল আমেরিকার নানান অঙ্গরাজ্যে অনুষ্ঠিত সাংগঠনিক সভাসমূহে যোগদানের পাশাপাশি সফরের শেষ পর্যায়ে ওয়াশিংটন ডিসি'র ক্যাপিটল হিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানান রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণী কমিটিসমূহের চেয়ারম্যান ও মার্কিন কংগ্রেসের ডেমোক্রেট ও রিপাবলিক পার্টির বেশ কয়েকজন সিনেটরের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠক করেন। এ বৈঠকে বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি ও সংখ্যালঘুদের অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত মতবিনিময় হয়।

প্রিয় বন্ধুগণ,

বিগত সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে জাতিসংঘের রেপোর্টিয়ার বাংলাদেশ সফর করেন। সফরের একপর্যায়ে বিগত ৩ সেপ্টেম্বর তিনি সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদলের সাথে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন। ঐ বৈঠকে সংগঠনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে বিরাজিত ধর্মীয় বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি সাম্প্রতিককালে সংগঠিত একতরফা সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিস্তারিত প্রতিবেদনও তার কাছে পেশ করা হয়। সফরের শেষপর্যায়ে বাংলাদেশ ত্যাগের প্রাক্কালে জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনজীবনে বিরাজিত পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং তাদের স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিতকরণের উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরো বলেন, জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে তিনি এই সফরের অভিজ্ঞতা সম্বলিত বিস্তারিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।

প্রিয় বন্ধুগণ,

আমরা গভীর দুঃখ ও উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছি, ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপরে ২০১২ সালের শুরু থেকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রবিরোধী শক্তি অব্যাহতভাবে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা চালিয়ে এসেছে দীর্ঘকাল। এটি মোটামুটি নিয়ন্ত্রিত হবার পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় কমিটি লক্ষ্য করে যে, সরকারি দলের নাম ভাঙিয়ে ক্ষমতার সাথে যুক্ত একশ্রেণীর প্রভাবশালী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সংখ্যালঘুদের জমি-জমা, বাড়ি-ঘর, দোকানপাট জবরদখল বা জবরদখলের অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে গত ৬ আগস্ট কেন্দ্রীয় কমিটি এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে তা তুলে ধরে। এ সংবাদ প্রকাশিত হবার পরপরই লক্ষ্য করি সরকারি দলের মধ্যে থাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় 'আগাছারা' তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। এরই অংশ হিসেবে বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রবীর সিকদারকে গ্রেফতারের মাধ্যমে শুধু হয়রানির চেষ্টা হয় নি, ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ফরিদপুরের জেলা প্রশাসন আমার কাছেও কারণ দর্শানো নোটিশ জারির ধৃষ্টতা দেখায়। আমি আজকে কৃতজ্ঞতার সাথে বলতে চাই, এরই প্রতিবাদে সারা দেশে এমনকি বহির্বিশ্বেও যে বিক্ষোভ, সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে তারই প্রেক্ষিতে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী পিছটান দিতেও দেরী করেনি। বাস্তবিক অর্থে সংঘবদ্ধ ঐক্যশক্তি দিয়ে যাবতীয় প্রতিকুলতা ডিঙ্গিয়ে মানবাধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠায় আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। গত মাস দেড়েক আগেও অনুরূপ আরেক ইস্যুতে সংবাদ সম্মেলনে আমাদের বক্তব্য উপস্থাপন করতে হয়েছে।

প্রিয় বন্ধুগণ,

আমরা লক্ষ্য করেছি, সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা ও অস্তিত্বকে বিপন্নতার হাত থেকে রক্ষায় যখন আমরা সবাই সংঘবদ্ধ ভাবে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছি তখন আমাদের কেউ কেউ ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলে পা চাটা কুকুরের মতো আচরণ করেছে। এদের যদি আমরা যথাযথভাবে চিহ্নিত করতে পারি এবং তাদের সম্পর্কে সজাগ থাকি তবে ভবিষ্যতে ঐক্য পরিষদের ধর্মীয় বৈষম্যবিরোধী মানবাধিকারের আন্দোলন আরো অনেক বেশি বেগবান করা যাবে।

প্রিয় বন্ধুগণ,

আপনারা জানেন, আমাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ২০০১ সনের অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের বেশ কয়েকটি ইতিবাচক সংশোধনী পার্লামেন্টে গৃহিত হয়ে বর্তমানে তা কার্যকরীকরনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এই প্রক্রিয়া বানচালে মহলবিশেষের নানান টালবাহানা আমরা যেমন লক্ষ্য করেছি, তেমনি পাশাপাশি এ আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে কার্যকরী আন্দোলন আমরা মাঠ পর্যায়ে চালিয়ে যাচ্ছি। এতে বেশ কিছু সুফল ইতিমধ্যে দেখা গেলেও আইনের চূড়ান্ত বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের ঘরে বসে থাকার কোন সুযোগ আছে বলে মনে করি না। সবশেষে এ ব্যাপারে জানাতে চাই, সরকারের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে প্রায় নিয়মিত আলোচনা বৈঠকের এক পর্যায়ে তৃণমূলে অদ্যাবধি বিরাজিত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আরেকটি সংশোধনী বিল পার্লামেন্টে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত আলোচনার জন্যে ৭ ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে এক বৈঠকে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এতে অতীতের মতোই অংশগ্রহণ করে আইন বাস্তবায়নের জটিলতা নিরসনে ঐক্য পরিষদ তার সাধ্যমত প্রয়াসকে অব্যাহত রাখতে চায়। আমরা মনে করি, আন্দোলনের অংশ হিসেবেই সরকারের সাথে যুগপৎ আলোচনা ভবিষ্যতেও আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে।

প্রিয় বন্ধুগণ,

ঐক্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিচারপতি দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের জন্ম শতবার্ষিকী সাংগঠনিকভাবে ও জাতীয়ভাবে উদযাপনে আমরা সচেষ্ট থেকেছি। কেন্দ্রীয় কমিটি বাংলা একাডেমির কবি শামসুর রহমান সেমিনার কক্ষে এ লক্ষ্যে এক সেমিনারের আয়োজন করে। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ আনিসুজ্জামান এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে কামাল লোহানী, আয়েশা খানম, মোস্তাফিজুর রহমান, ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এতে আলোচনায় অংশ নেন।

প্রিয় বন্ধুগণ,

বিগত ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের ২৩৫টি পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৪ ডিসেম্বর ঢাকার রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে পৌরসভায় যাতে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের যথাযথ অংশীদারিত্ব-প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয় সে ব্যাপারে যথাযথ রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহনের জন্যে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলের কাছে আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি, এই আহ্বান উপেক্ষিত না হলেও যথাযথ বিবেচিত হয় নি। ২৩৫ টি পৌরসভার মেয়র পদে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৯ জন, বি.এন.পি-র পক্ষ থেকে ৫ জন ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল থেকে ৫ জনকে মনোনয়ন দেয়া হয়। আওয়ামী লীগের মনোনীত ৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ৮ জন নির্বাচিত হয়েছেন। আমরা তাদের আন্তরিক অভিবাদন জানাই। এ প্রেক্ষিতে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে গৃহীত ৭ দফা দাবিনামার প্রথম দফা 'ক্ষমতায়ন ও প্রতিনিধিত্বশীলতা'র দাবিতে আমরা সবাই উচ্চকিত হতে চাই এবং তা তৃণমূলে ছড়িয়েও দিতে চাই। আমাদের মনে রাখা দরকার সংখ্যালঘুদের যথাযথ ক্ষমতায়ন ছাড়া তাদের জনজীবনে বিরাজিত সমস্যাবলীর সমাধানের বিকল্প কোন পথ আর খোলা নেয়।

প্রিয় বন্ধুগণ,

আমরা বাংলাদেশের নানান দুর্গত এলাকায় বিগত সময়ে দুর্গত মানুষের পাশে যথাযথ আন্তরিকতায় দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। লক্ষীপুর সদরের দালালবাজারের জমিদারবাড়ি, ঠাকুরগাঁও-র এম.পি কর্তৃক সংখ্যালঘুদের জায়গা-জমি, অতিসম্প্রতি ঢাকার ধামরাইয়ের যশোদা বিগ্রহের দেবোত্তর সম্পত্তি জবর-দখলের অপপ্রয়াসের ঘটনা রোধে ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ স্থানীয়ভাবে সফর করে আন্দোলন জোরদারের চেষ্টা করেছে।

প্রিয় বন্ধুগণ,

শত রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে এবং নানান ভয়-ভীতি ও হুমকিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সংগঠনের ফরিদপুর জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অলক সেন দুর্বৃত্তায়িত লুটেরা রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর দুঃসাহস দেখিয়েছেন। গত ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ফরিদপুরে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা হয়। অলৌকিকভাবে প্রাণে রক্ষা পেলেও গুরুতর জখমি অবস্থায় দীর্ঘকাল তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বর্তমানে উন্নত চিকিৎসার জন্যে বিদেশে অবস্থান করছেন। কেন্দ্রিয় কমিটির পক্ষ থেকে তাঁর উপর হামলার প্রতিবাদে যে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দেয়া হয়েছিল দেশব্যাপী তা যথাযথ বাস্তবায়নে সংগঠনের নেতা ও কর্মীরা যে ভূমিকা পালন করেছেন তজ্জন্যে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। কেন্দ্রীয় কমিটিও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসাকালীন সময়ে সাধ্যমত তার পাশে থাকার চেষ্টা করেছে।

প্রিয় বন্ধুগণ,

সাধারণ সম্পাদকের এ প্রতিবেদন পাঠ শেষ করার আগে আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করবো, চলতি বছরেই সংগঠনের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত আপনাদের গ্রহণ করতে হবে। ৭ দফা দাবি আদায়ে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে যা করণীয় তা নির্ধারণ করতে হবে। পরিশেষে বলি, সারাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন আসন্ন। এ নির্বাচনে কি ভূমিকা ঐক্য পরিষদের পালন করা উচিত কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সে ব্যাপারে আপনাদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। চলুন, ধর্মীয় বৈষম্যবিরোধী মানবাধিকারের আন্দোলনকে গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আমরা শাণিত করি। বিজয় আমাদের অনিবার্য।

রানা দাশগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক

বি চি ন্তা

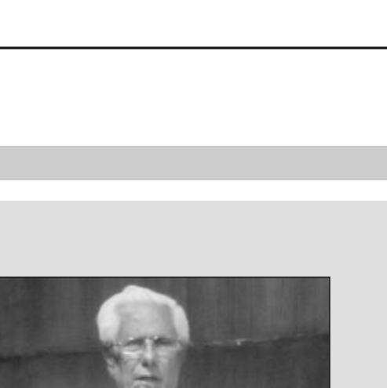

আমার আমি

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

(গত সংখ্যার পর)

৬০ এর দশকের গণজাগরণের মস্তিষ্ক: কমরেড ফরহাদ

ইতোপূর্বে বর্ণিত রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, উচ্চতর বহুমাত্রিক চেতনার সঞ্চারে দুনিয়া কাঁপানো, আশা-স্বপ্ন জাগানো স্বাদেশিকতার দুই কুল প্লাবি জোয়ারে অভিষিক্ত যুব জাগরণের ভগীরথ ছিলেন কমরেড ফরহাদ।

'৫৪ সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সে ছাত্র আন্দোলনের কিশোর কর্মী হিসাবে কারারুদ্ধ হন, জেল খেটেছেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও চিন্তার হাতেখড়ি কিশোর বয়স থেকেই। পরবর্তীকালে ছাত্র-ছাত্রীদের গণআস্থার জনপ্রিয় নেতা হিসেবে ছাত্র সমাজকে সামনে নিয়ে মুক্তি সংগ্রামের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেন। এদিক থেকে দেখলে ছাত্র আন্দোলন যে মুক্তি আন্দোলনের অগ্রবাহিনীর ভূমিকা পালন করে নিঃসন্দেহে বলা যায়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে কমরেড ফরহাদ দ্বিতীয় প্রজন্মের বিপ্লবী কর্মী। একই সাথে তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে সেতুবন্ধন ঘটিয়েছেন। তিনি প্রকৃত ভবিষ্যতমুখী নেতা হিসেবে শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্ম নয় তৃতীয় প্রজন্মের সামনেও প্রকৃত গণতন্ত্রের পথরেখা চিহ্নিত করে গেছেন।

তাঁর স্বল্পস্থায়ী জীবনে তিনি আন্দোলন, সংগঠন, চিন্তা ও কর্মসূচির নিত্যনতুন বিন্যাসে, গণমোর্চার শরীকদের গণতান্ত্রিক সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধভাবে উদ্বুদ্ধ করতে জনগণের সঠিক মুক্তি ও জাতীয় চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় অবিশ্বাস্য শ্রান্তি-ক্লান্তি-বিশ্রামহীন যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকের মতো জীবন যাপন করেছেন। তাঁর ভাবনা, চিন্তা, লেখা ও কথা বলার পদ্ধতি ছিল একান্তই গোছানো ও পারদর্শী। সাম্রাজ্যবাদ, প্রতিক্রিয়া ও পশ্চাদপদতার শক্তিকে প্রতিহত করতে কমরেড ফরহাদের উচ্চতর চিন্তা- চেতনা ছিল যথার্থই কার্যকর। তিনি একাধারে স্বদেশের এবং বিদেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, শান্তি ও শোষণমুক্তির কাজে নিবেদিত বহু সংগ্রামী মানুষকে ব্যক্তি ও সংগঠনকে নীতি ও আদর্শগত বৈপ্লবিক সংগ্রামের ভিত্তিতে মৈত্রী ও সংহতির বন্ধনে এগিয়ে নিয়েছেন। তিনি বিপ্লবে নিবেদিত শুধুমাত্র একজন কম্যুনিষ্ট নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন অগ্রসর চিন্তার জাতীয় নেতা। তাঁর জীবনব্যাপী বহুমুখী কার্যসাধনা প্রকৃত জাতীয় নেতার সংবেদনশীল ও নমনীয় কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর রেখে গেছে।

'৬০ দশকের গণজাগরণের কুশীলবদের একটি বড় অংশকে তিনি জাতীয় কর্তব্য পালনের অগ্রবাহিনী উদ্বুদ্ধ করে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন তৎকালীন নিষিদ্ধ ঘোষিত কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন সৃজনশীল বিপ্লবী হিসেবে।

'৬০ এর দশক থেকে '৮০-র দশক পর্যন্ত তিনি ছিলেন মূলধারার ছাত্র ও বাম আন্দোলনের স্থপতি। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের বাম প্রগতিশীল আন্দোলনের এক উজ্জল জ্যোতিষ্ক। নিজ চেষ্টা, অনুশীলন, অধ্যবসায়ের সুবাদে বামধারার সীমানা পেরিয়ে তিনি জাতীয় নেতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। জাতীয় রাজনীতির ছাত্র-যুব, নারী, শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, কৃষক, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, পেশাজীবী ও নাগরিক সমাজের উদ্যোগী ভূমিকার ক্ষেত্রে মো: ফরহাদ ছিলেন মূল প্রেরণাদাতা ও অনুঘটক।

স্বল্পকালীন সংসদ সদস্য হিসেবে তাঁর ব্যতিক্রমী যুক্তিপূর্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত বাগ্মীতা তাঁকে একজন দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ানে রূপান্তরিত করে। লেখালেখিতে তিনি ছিলেন সুলেখক, চিন্তক ও বোদ্ধা হিসেবেও তিনি তাঁর স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

'চোথা' এবং 'ছোটলোক'

তখনকার দিনের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল ডাক বিভাগের মাধ্যমে চিঠি তারবার্তা ইত্যাদি। টেলিফোনের সুযোগ ছিল সীমিত, অধিকাংশ মানুষের সামর্থ্যের বাইরে। সামরিক শাসনামলের মৌলিক অধিকার- হারা সেই সব দিনগুলোতে গোয়েন্দা নজরদারির কারণে ডাক বিভাগীয় যোগাযোগের সুযোগ নেয়া ঝুঁকিপূর্ণ ছিল বলে পোস্টকার্ড- এনভেলাপ তারবার্তা এবং টেলিফোনের ব্যবহার খুবই কম করা হোত। বর্তমানের মত সহজলভ্য মোবাইল, ই- মেইল, ফ্যাক্স, ইন্টারনেটের বিশাল সুযোগ তখন ছিল না। স্বৈরাচারী কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও শাস্তি এড়িয়ে আন্দোলন সংগঠন ও রাজনৈতিক যোগাযোগের জন্য গোপন সাইক্লোস্টাইল মেশিনে তৈরি ও গোপন মুদ্রণালয়ে তৈরি প্রচারপত্র হাতে কার্বণকপি করে গোপনীয় প্রচারপত্র বাহকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের হাতে পৌঁছে দেয়া হোত। তখনকার বহুল প্রচারিত অপর যোগাযোগ মাধ্যমটি ছিল চিরকূট বা 'চোথা'র ব্যবহার- যা নিত্যদিন ব্যবহৃত হতো। অগ্নিযুগের স্বাদেশিকতার-ধারায় গড়ে- ওঠা বিপ্লবী যোগাযোগের এই 'চোথা' যিনি পেতেন নির্দেশটি পড়ে মুখস্ত করে লিখিত কাগজটি নষ্ট করে ফেলতে হতো, একান্ত ধরা পড়ে গেলে মুখে দিয়ে গিলে ফেলতে হতো, তাই চিরকূটের আকৃতি ছিল ক্ষুদ্র।

প্রায় সমগ্র পাকিস্তানি আমলে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল বেআইনী, আত্মগোপনরত অবস্থায় বেআইনী সংগঠনের ঐ নেতারা নিয়মিত গোপন বাহকের মাধ্যমে প্রত্যেক সহকর্মীর কাছে রাজনৈতিক বয়ান ও কর্মসূচি- করণীয় প্রায় পাঠাতেন, 'সদস্যদের' কাছে পাঠাতেন গোপন প্রচার পত্র। কমরেড ফরহাদ সেই 'চোথা'কে আন্দোলনরত কর্মীদের মধ্যে নিত্য প্রশিক্ষণ ও পাঠ সংগ্রহের মাধ্যমে পরিণত করেন। ছাত্র নেতারা কি বক্তৃতা দেবেন, বিবৃতি তৈরি করবেন, নিবন্ধ লিখবেন, প্রশিক্ষণের ক্লাস নেবেন তার বিশিষ্ট গাইড ছিল গোপন বাহক মাধ্যমে প্রেরিত ঐ 'চোথা'। শিক্ষক প্রশিক্ষণের ন্যায় নেতাপ্রশিক্ষণের এই নিত্যদিনের নিজেদের উন্নত করে তোলার, চিন্তার ঐক্য সৃষ্টি ও কর্মের সমন্বয়ে 'চোথা' ব্যবস্থাটি ছিল তখন একান্ত অপরিহার্য। যদি গোপনীয়তা ও সাবধানতার কারণ না থাকতো এবং 'চোথা' গুলো নষ্ট করা না হোত তাহলে তার সংকলিত রূপ হোত এক ঐতিহাসিক আন্দোলন- কোষ, আন্দোলন- সংগ্রামের এক জীবন্ত সাহিত্যরূপ।

> প্রায় সমগ্র পাকিস্তানি আমলে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল বেআইনী, আত্মগোপনরত অবস্থায় বেআইনী সংগঠনের ঐ নেতারা নিয়মিত গোপন বাহকের মাধ্যমে প্রত্যেক সহকর্মীর কাছে রাজনৈতিক বয়ান ও কর্মসূচি- করণীয় প্রায় পাঠাতেন, 'সদস্যদের' কাছে পাঠাতেন গোপন প্রচার পত্র। কমরেড ফরহাদ সেই 'চোথাকে আন্দোলনরত কর্মীদের মধ্যে নিত্য প্রশিক্ষণ ও পাঠ সংগ্রহের মাধ্যমে পরিণত করেন। ছাত্র নেতারা কি বক্তৃতা দেবেন, বিবৃতি তৈরি করবেন, নিবন্ধ লিখবেন, প্রশিক্ষণের ক্লাস নেবেন তার বিশিষ্ট গাইড ছিল গোপন বাহক মাধ্যমে প্রেরিত ঐ 'চোথা'। শিক্ষক প্রশিক্ষণের ন্যায় নেতাপ্রশিক্ষণের এই নিত্যদিনের নিজেদের উন্নত করে তোলার, চিন্তার ঐক্য সৃষ্টি ও কর্মের সমন্বয়ের 'চোথা' ব্যবস্থাটি ছিল তখন একান্ত অপরিহার্য। যদি গোপনীয়তা ও সাবধানতার কারণ না থাকতো এবং 'চোথা' গুলো নষ্ট করা না হোত তাহলে তার সংকলিত রূপ হোত এক ঐতিহাসিক আন্দোলন- কোষ, আন্দোলন- সংগ্রামের এক জীবন্ত সাহিত্যরূপ।

কমরেড ফরহাদের 'চোথা'- প্রাপ্ত সহকর্মীরা প্রতিদিনকার নির্দেশনা- সুপারিশ সমষ্টি নিয়ে নিজেদের মধ্যেও মতবিনিময় করতেন, এক্ষেত্রে শিষ্যকুল গুরুদেবের কবীর ছদ্মনামটির পরিবর্তে 'ছোটলোক' নামকরণ করেন, অবশ্যই ক্ষুদ্রার্থে- তুচ্ছার্থে নয়। নিত্যদিন 'চোথা'র প্রত্যাঘাত- প্রাপ্তরা রসিকতা করে 'ছোটলোক' ছদ্মনামে বেটে খাটো অথচ বিশাল ব্যক্তিত্ব কমরেড ফরহাদকে চিহ্নিত করতেন। সম্ভবত: বিপুল দেহী রেজা-আলী ছিলেন উক্ত 'ছোটলোক' ছদ্মনামের উদ্ভাবক। প্রায়ই 'চোথা' বাহক হতেন মতিউর রহমান (সম্পাদক, দৈনিক প্রথম আলো), কবি আবুল হাসনাত (সম্পাদক, কালি ও কলম), ইকবাল আহমেদ চৌধুরী, সরদার আবদুল লতিফ প্রমুখরা। কমরেড ফরহাদ যখন জানলেন তার 'ছোটলোক' নামকরণের কাহিনী তিনি নির্মল হাসি- আনন্দে মেতে ওঠেন।

গণঅভ্যুত্থানের সূচনা-দাবানল :

পূর্বেই বলা হয়েছে 'ডাকের'- ডাকে পূর্ব পাকিস্তানসহ সারা পাকিস্তান- জুড়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঢেউ জোরদার এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ 'সেক' এর ১১ দফার কর্মসূচিতে পূর্ববঙ্গ জুড়ে সৃষ্টি হয় এক জাগরণ- ধর্মী গণআন্দোলন। ১৯৬৯ এর ২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে- ছাত্র ইউনিয়নের অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা (মেনন গ্রুপের) আসাদুজ্জামান আসাদ নিহত হওয়ার ঘটনার মধ্য দিয়ে স্বৈরাচার পতনের আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে এবং গণআন্দোলন চরম আকার ধারণ করে।

১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি : আসাদ হত্যার প্রতিবাদে ফুঁসে-ওঠে সমগ্র পূর্ববঙ্গ - ছাত্র আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়ায় কৃষক ও শ্রমিকের মিছিল, শিক্ষক- আইনজীবী- নারী- যুব- বস্তিবাসী, নগরবাসী। ২৪ জানুয়ারি 'শহীদ আসাদ দিবস' সরকারের ঘোষিত ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে দেশব্যাপী অভূতপূর্ব জনগণের হরতাল পালিত হয়। ঢাকায় সচিবালয়ের দক্ষিণ গেট দিয়ে পল্টন- মুখী ছাত্র মিছিলে চালানো হয় গুলি- নিহত হয় নবকুমার ইনস্টিটিউটের দশম শ্রেণির ছাত্র মতিউর, মকবুল, রুস্তম সহ ৫জন। বিশেষত: কিশোর মতিউরের মৃত্যু সংবাদ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে, ফলে আন্দোলন হয়ে উঠে অভ্যুত্থান- মুখী।

১৯৬৯ এর ১৫ ফেব্রুয়ারি 'স্বাধীনবাংলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার করে নিয়ে সেদিন সরকার পঙ্কজ ভট্টাচার্যকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তিদান করে। ছাত্র জনতার মিছিল তাকে নিয়ে তৎকালীন ইকবাল হলের মাঠে সম্বর্ধনা দেয়। সম্বর্ধনা চলাকালে খবর রটে যায় বন্দী অবস্থায় ঢাকা সেনানিবাসে আগরতলা মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে পাকিস্তানি সৈন্যরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তার লাশ পল্টনে নিয়ে আসা হয়। ইকবাল হল থেকে উক্ত সম্বর্ধনা সমাবেশটি মিছিলে পরিণত হয়ে পল্টন ময়দানে উপস্থিত হয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিশাল 'স্বৈরাচার হঠাও' বিক্ষোভ গণমিছিলে পরিণত হয়। মওলানা ভাসানীও এক ভিন্ন সমাবেশে জ্বালাও, পোড়াও, ঘেরাও, এর ডাক দিয়ে প্রতিবাদী মিছিল করেন। সামরিক সরকার কারফিউ জারি করে- ঢাকা শহরে, অপরদিকে কারফিউ ভঙ্গ করে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা ও মহল্লায় গড়ে তোলা হয় ছাত্র- জনতার ব্যারিকেড।

সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে যখন দেশ উপনীত, ছাত্র-শ্রমিক- কৃষক-জনতার পদভারে যখন জনপদ-রাজপথ-গ্রাম-শহর-বন্দর-নগর উদ্বেলিত, আলোড়িত, সরকারের কারফিউ যখন অকার্যকর তখন কিছু কিছু অঞ্চলে শুরু হয় জ্বালাও পোড়াও নামে তথাকথিত অনাকাংখিত ঘটনাবলীর। এমনকি গরু চোর হত্যা এবং সাম্প্রদায়িক ঘটনাবলী।

সাভারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা -নতুন অভিজ্ঞতা :

সাভারের ধলাই নদীর তীরবর্তী গ্রাম ধলাই থেকে একটি দাঙ্গাকারীদের মিছিল সাভার শহরে জগদীশ সাহা সহ কাসারী পট্টির বাড়িঘরে সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটাবে এই দুঃসংবাদ পাই সার্জেন্ট জহুরুল হকের হত্যার প্রতিবাদী মিছিলেই আমার কারামুক্তির দিনে ১০ ফেব্রুয়ারি। ঐ রাতেই ছুটে যাই সাভারে। অসাম্প্রদায়িক-প্রগতিশীল ঢাকা জেলা ন্যাপের সভাপতি ও ইউনিয়ন চেয়ারম্যান দেওয়ান ইদ্রিসকে সাথে নিয়ে ধলাই নদী পার হয়ে যখন ধলাগ্রামের পথে উঠি তখনই সম্মুখীন হই এক সুপরিকল্পিত দাঙ্গাবাজ প্রভাবিত বলম কিরিচ হাসুয়া ইত্যাদিতে সজ্জিত সাম্প্রদায়িক শ্লোগানদানরত এক মারমুখী মিছিলের। গোপন সংবাদ পাই যে, তৎকালিন আইয়ুবের চেলা ইতোপূর্বে পূর্ব পাকিস্তান সংসদের ডেপুটি স্পিকার আলী আসগর এই দাঙ্গার প্রধান উদ্যোক্তা ও উস্কানিদাতা। দুদিন আগে ধলাগ্রামে ৪ জন চোর মারা হয় যার মধ্যে ৩ জন ছিলেন মুসলমান ধর্মাবলম্বী। আর পুড়িয়ে দেয়া হয় তাদের বাড়ি। প্রচার করা হয় হিন্দুরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে ইত্যাদি।

প্রায়- উন্মুক্ত দাঙ্গাবাজ মিছিলের মুখোমুখি হয়ে দু'মিনিট সময় তাদের দাঁড়াতে বললাম- নিজের নাম পরিচয় দিয়ে কারামুক্ত হয়ে কেন এই দাঙ্গার খবর পেয়ে ছুটে এসেছি তার একটি কারণ তুলে ধরলাম। স্বৈরাচারী আইয়ুবের পতন এ সপ্তাহেই হবে। সমগ্র বাঙালিসহ পূর্ববঙ্গের মানুষ ঐক্যবদ্ধ। ২২ সিঁড়ি পার হয়েছি- শেষ সিঁড়িতে উঠব- আইয়ুবের পতন ঠেকাতে আলী আসগরেরা বাঙালিকে ভাগ করে হিন্দু- মুসলমানে ফ্যাসাদ লাগাতে চায়। নতুবা আইয়ুবকে বাঁচানো যাবে না। বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। বাঙালিদের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে এদেশে বার বার এই হিন্দু মুসলমান কাজিয়া ঘটানো হয়েছে। এ চক্রান্তে পা দেবেন না। আপনাদের সন্তান ছাত্ররা জেল জুলুম অত্যাচার সহ্য করে শেষ লড়াইয়ে নেমেছে। সমস্ত বাঙালিরা আজ এক হয়েছে। এখানে নিজেরা ভাগ হলে কার লাভ হবে? আসাদ-মতিউর- রুস্তমের হত্যাকারী আইয়ুব মোনায়েম শাহী টিকে থাকবে।

আসুন, ধর্মীয় বিধানমতে যারা মারা গেছে তাদের দাফন কাফনের কাজ শেষ করে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করি।

বিভ্রান্ত দাঙ্গাকারীরা সেদিন দেশসেবক এক তথাকথিত হিন্দু সন্তানের আন্তরিক আবেদনে সাড়া দিয়ে দাঙ্গা থেকে বিরত থেকেছে। তাদের বিবেকী ভূমিকা তারা পালন করেছে। তাদের অন্তর্নিহিত মানবিকতার সত্ত্বা জাগ্রত হয়েছে- এ অভিজ্ঞতা ভুলি কী করে? দেওয়ান ইদ্রিসের অনন্য সাহসিকতা সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এবং মানবিকতা ও সম্প্রীতির সংগ্রামে যুগের পর যুগ সমাজ বদলের কর্মীদের চেতনায় প্রণোদনা যোগাবে।

(চলবে)

বি চি ন্তা

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ভাবমূর্তির ইতিকথা

রাখাল চন্দ্র মিত্র

বাংলাদেশকে বলা হয় অটুট সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এটি একটি কথার কথা। বড়ই শ্রুতিমধুর। কিন্তু বাস্তবতা একটু হলেও কটু। কারণ সাম্প্রদায়িকতা একটি জীবনবোধ, একটি দর্শন, একটি আদর্শ, একটি মনোজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ (mindset)। মানুষের মনে ও মগজে এটি প্যারাসাইট বা ভাইরাসের মত অবস্থান করে। সাম্প্রদায়িকতা বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। যেমন গায়ের রঙ অর্থাৎ সাদা চামড়া-কালো চামড়া ভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা যার রাজনৈতিক পরিভাষা বর্ণবাদ। উত্তর ও ল্যাটিন আমেরিকা ও ইউরোপের দেশে দেশে বর্ণবাদ প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। দেশ, স্থান ও অঞ্চলভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা যাকে রাজনৈতিক পরিভাষায় আঞ্চলিকতাবাদ বা Provincialism বলা হয়। বহুজাতিক দেশ (Multi Racial Country) বিশেষ করে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে এর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। পাকিস্তান আমলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে এরূপ সাম্প্রদায়িকতা বিদ্যমান ছিল। ধর্মবিশ্বাস ভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা যার রাজনৈতিক পরিচয় সাধারণভাবে মৌলবাদ এবং ক্ষেত্রবিশেষে জঙ্গী ও ধর্মীয় উগ্রবাদ। মধ্যপ্রাচ্য ও আরব পেনিনসুলার মুসলিম বনাম ইহুদিবাদ এবং ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু বনাম মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা এর উজ্জল নিদর্শন।

সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে একটি উর্ধতন-অধস্তন অন্তর্নিহিত সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। বর্ণবাদের ক্ষেত্রে যেমন সাদারা কালোদের অধস্তন করে রাখতে সচেষ্ট। আঞ্চলিকতাবাদের ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ানরা অন্যদের অধস্তন দেখতে চায়।

ধর্মীয় মৌলবাদের ক্ষেত্রে ধর্মীয়ভাবে সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের উপর প্রাধান্য বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকে। সংখ্যালঘুরা এক্ষেত্রে নিজেদেরকে অধস্তন, অসহায় ও দুর্বল ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা এক অপ্রতিরোধ্য অনিয়ন্ত্রণযোগ্য অবস্থায় পর্যবসিত হয়েছে। ফলস্বরূপ ভারত বিভক্ত হয়েছে। পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে। বিভক্তির কারণ দ্বি-জাতি তত্ত্ব অর্থাৎ হিন্দু মুসলিম দু'টি পৃথক জাতি। একে অপরের সঙ্গে বসবাস সম্ভব নয়। তাই উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক আবাস ভূমি হিসাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ফলে হিন্দু-মুসলিম আন্তর্জাতিক শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সহাবস্থান কঠিন হয়ে উঠেছে। সার্ক যে তার কাঙ্খিত লক্ষ্য ও সাফল্য অর্জন করতে পারছে না তার কারণ কিন্তু এখানেই নিহিত। ভারত পাকিস্তান ইতিমধ্যে তিন তিনটি যুদ্ধে (৪৮, ৬৫, ৭১) লিপ্ত হয়েছে। সর্বশেষ একাত্তরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান দ্বিখন্ডিত হয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। পাকিস্তানের দ্বিখন্ডিত হওয়া এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয় পাকিস্তানের দৃষ্টিতে ভারতের পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের ফসল যা পাকিস্তান এবং পাকিস্তানমনা বাঙালিরা কখনোই মেনে নিতে পারেনি এবং ভবিষ্যতে পারবে বলে মনে হয় না। জন্মসূত্রের বাস্তবতার কারণে ভারত-পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল থাকা সহজ নয়। জন্মের পূর্বে বাংলাদেশ যেহেতু পাকিস্তানের অংশ ছিল সেহেতু এক শ্রেণির মানুষের মনে ও মগজে পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক ভাইরাস বাসা বেঁধে আছে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই ভাইরাস বাংলাদেশে একটি সাম্প্রদায়িকতার পটভূমি তৈরি করে রেখেছে। ফলে মাঝে মাঝেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হতে দেখা যায়। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপাসনালয় আক্রান্ত হওয়া একটি নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজা এলেই এর প্রার্দুভাব লক্ষ্য করা যায়। পঁয়ষট্টির পাক-ভারত যুদ্ধের পর থেকে বাঙালি হিন্দুদের বাঙালি মুসলমানদের শত্রু গণ্য করে তাদের বসত জমি-জমা শত্রু সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে শত্রু সম্পত্তি (Enemy Property Act) আইন অর্পিত সম্পত্তি (Vested property Act) আইনে রূপান্তরিত হয়ে স্বমহিমায় বিরাজ করছে। পুরো পাকিস্তান আমলের ন্যায় হাল আমলেও সংখ্যালঘুর জমি-জমা বেদখল হওয়া অব্যাহত গতিতে চলছে। একশ্রেণির জালিয়াত ও দুর্বৃত্তের ক্ষেত্রবিশেষে তথাকথিত জনপ্রতিনিধিরাও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকেন না। সরকারের পক্ষ থেকে বারবার আস্বস্ত করা সত্ত্বেও সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। সংখ্যালঘুদের ক্রমাগত সংখ্যা হ্রাস তাদের নিরব দেশত্যাগের সাক্ষ্য বহন করছে।

সংবিধানে অন্যতম মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতা সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ হিসেবে যথেষ্ট মজবুত নয়। এদেশের এক শ্রেণির মানুষ ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতার নামান্তর মনে করে। পঁচাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা বিদায় দিয়ে সংখ্যালঘুদের বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে এদেশে এ সমাজে তারা অধস্তন। রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ না হলে গণতান্ত্রিক সমাজ গড়া যায় না। বাহাত্তরের সংবিধানের প্রত্যাবর্তন এবং মূলনীতি পুনরুদ্ধারের সময় রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম বহাল রেখে এক গোজামিল পূর্ণ সোনার পাথরবাটির জন্ম দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম এবং ধর্মনিরপেক্ষতা পরস্পরের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আরো উদ্বেগের বিষয় হলো বর্তমানে বাংলাদেশে শুধু রাষ্ট্রধর্ম নয় পুরো রাষ্ট্রটিকে ইসলামি শাসনতন্ত্রের আওতায় ইসলামি স্টেটে (আইএস) রূপান্তরের নীল নকশা বাস্তবায়নের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। নতুন নতুন ভুতল জঙ্গী গোষ্ঠীর আবির্ভাব ও কর্মতৎপরতা তার সাক্ষ্য বহন করছে। জামায়াত হেফাজতসহ বিভিন্ন ইসলামপন্থী সম্ভবত বিএনপিও এতে ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে। আন্তর্জাতিক জঙ্গী গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা এক্ষেত্রে উড়িয়ে দেয়ার মত নয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, কারাগারে চার জাতীয় নেতার হত্যাকান্ডের ধারাবাহিকতায় ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে হত্যা করতে যে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তা এখনো সম্পন্ন করা যায়নি। কারণ শেখ হাসিনা এখনো বেঁচে আছেন শুধু তাই নয় ক্ষমতায় আসীন হয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করেছেন। তাই বিপক্ষের টার্গেট একমাত্র শেখ হাসিনা। ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা তাই অব্যাহত।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের আরেকটি বালা মুসিবত আসে নির্বাচন এলে। সংখ্যালঘুরা 'আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশী তাকে দেব' নীতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে না। আওয়ামী লীগ মনে করে সংখ্যালঘুরা তাদের আশ্রিত ভোট ব্যাংক। ভোট তাদেরকে দিতে বাধ্য। হারলে তাই দায়ী করে সংখ্যালঘুদেরকে। অন্যদিকে বিএনপি জামায়াত মনে করে আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক হিসাবে সংখ্যালঘুরা তাদেরকেই ভোট দেবে। বিএনপিকে কখনোই দেয় না। এমনকি গয়েশ্বর বাবুরাও বিএনপিকে ভোট দেবে বলে তারা আস্থা রাখে না। তাই সংখ্যালঘুদেরকে নির্যাতন ও বিতাড়ন করে আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক তছনছ করে দেয়াই বিএনপি'র উদ্দেশ্য। সেখানেই তাদের নির্বাচন বিজয়ের চাবিকাঠি। তাই দেখা যায় হারলে তো বটেই এমনকি জিতলেও সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের তান্ডব নেমে আসে। ২০০১ অক্টোবরের নির্বাচনই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পিতা নৌকা মার্কায় ভোট দেয়ার কথিত অপরাধে কন্যাকে ধর্ষণ পর্যন্ত করা হয়েছে। লুটপাট নির্যাতন তো কোন ছার।

> বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের আরেকটি বালা মুসিবত আসে নির্বাচন এলে। সংখ্যালঘুরা 'আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশী তাকে দেব' নীতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে না। আওয়ামী লীগ মনে করে সংখ্যালঘুরা তাদের আশ্রিত ভোট ব্যাংক। ভোট তাদেরকে দিতে বাধ্য। হারলে তাই দায়ী করে সংখ্যালঘুদেরকে। অন্যদিকে বিএনপি জামায়াত মনে করে আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক হিসাবে সংখ্যালঘুরা তাদেরকেই ভোট দেবে। বিএনপিকে কখনোই দেয় না। এমনকি গয়েশ্বর বাবুরাও বিএনপিকে ভোট দেবে বলে তারা আস্থা রাখে না। তাই সংখ্যালঘুদেরকে নির্যাতন ও বিতাড়ন করে আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক তছনছ করে দেয়াই বিএনপি'র উদ্দেশ্য। সেখানেই তাদের নির্বাচন বিজয়ের চাবিকাঠি। তাই দেখা যায় হারলে তো বটেই এমনকি জিতলেও সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের তান্ডব নেমে আসে। ২০০১ অক্টোবরের নির্বাচনই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পিতা নৌকা মার্কায় ভোট দেয়ার কথিত অপরাধে কন্যাকে পর্যন্ত ধর্ষণ করা হয়েছে। লুটপাট নির্যাতন তো কোন ছার।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ক্ষেত্রে সমাজে বসবাসকারী মানুষের পরস্পরের প্রতি আস্থার মনোভাব থাকাটা খুব জরুরী। বাংলাদেশে সেটার বেশ ঘাটতি রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে হিন্দু মাত্রকেই ভাবা হয় নাস্তিক অবিশ্বাসী। রাজনৈতিক ভাবে হিন্দুকে চিহ্নিত করা হয় ভারতের দালাল হিসেবে। অতি সম্প্রতি অধ্যাপক ড. অনুপম সেন ও আইসিটি প্রসিকিউটর এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্তকে ভারতীয় দালাল বলে হত্যার হুমকি দেয়া কি তার প্রমাণ নয়? এরূপ আস্থাহীনতার কারণে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়ে রয়েছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় না একথা সত্যি। তার কারণ সংখ্যালঘুদের অবস্থান এতই দুর্বল যে তারা আক্রান্ত হলেও প্রতিআক্রমণে যায় না। বাবরী মসজিদ, সাঈদীকে চাঁদে দেখা, রামু এপিসোড এবং ২০০১ সালের অক্টোবরের নির্বাচনের পর সংখ্যালঘুদের উপর যে নির্যাতন এবং বিভিন্ন সময়ে হিন্দুদের মন্দির ও মূর্তি ভাংচুর কোন ক্ষেত্রেই আক্রান্তরা কোন প্রতিক্রিয়া দেখাতে যায়নি। মন্দির ও মূর্তি অপবিত্রকরণের প্রতিটি ক্ষেত্রে কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে মাথায় হাত বুলানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বিচারের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ২০০১ সালের নির্বাচনোত্তর সহিংসতার ক্ষেত্রে তদন্ত কমিশন হয়েছে। কিন্তু বিচার হয়নি। দাঙ্গা সংশ্লিষ্ট দুইপক্ষের সমান সমান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের ফল ভারতে একটি বাবরী মসজিদ আক্রান্ত হলে সারা ভারতে এমনকি বাংলাদেশেও ব্যাপকভাবে মন্দির মূর্তি ভাংচুর হয়। সুতরাং বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ভাবমূর্তি একটি ভারসাম্যহীন একপেশে নিক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই যে ছেচল্লিশের দাংগার প্রেক্ষাপটে সাতচল্লিশ সালে হিন্দু-মুসলিম পৃথক সাম্প্রদায়িক জাতীয়তার ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তানের জন্ম হল সেই তখন থেকে এই ভূ-খন্ডে সাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষের চারাটি সযত্নে রোপিত হয়েছিল। পাকিস্তানি মুসলমানরাতো বটেই বাঙালি মুসলমানদের প্রতিক্রিয়াশীল একটি অংশও হিন্দুদেরকে স্বজাতি ভাবতে পারেনি। অবশ্য তারা নিজেরাও বাঙালি বলে পরিচয় দিতে সময় সময় কুণ্ঠা বোধ করেন। পাকিস্তানি পরিচয়ই তাদের বেশ পছন্দ। কয়েকদিন পূর্বে একটি টকশোতে দেখলাম দেশের অন্যতম সিনিয়র সাংবাদিক কাজী সিরাজ সাহেব বলছেন, বাঙালি নয় বাংলাদেশি পরিচয়ই ওনাদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য। সাম্প্রদায়িকতার এই বিষবাষ্প এতই প্রবল যে বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে দেখা হয় ধুতি পাঞ্জাবী পরা হিন্দু দাদাবাবুদের আন্দোলন রূপে। একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দেখাবার চেষ্টা করা হয় ভারতের চর অনুপ্রবেশকারী দুষ্কৃতিকারী রূপে। মুক্তিযুদ্ধকে বলা হয় পাক-ভারত যুদ্ধ বা একাত্তরের গন্ডগোল। ১৬ ডিসেম্বরকে দেখা হয় 'মুসলমানদের পরাজয় দিবস' হিসেবে। অতএব সাম্প্রদায়িকতার এই ভাইরাস আক্রমণ থেকে মুক্তি পাওয়া জরুরী, কেবলমাত্র সরকারের প্রশাসনিক ও আইন শৃংখলার আশ্বাসে এ অবস্থার পরিবর্তন হবে না। প্রয়োজন জাতীয় অঙ্গীকার এবং অসাম্প্রদায়িক মনোজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ ও বিকাশ।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, পটুয়াখালী সরকারি কলেজ, পটুয়াখালী।

তারাপুরসহ সকল দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধারে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার দাবি

॥ সিলেট থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

অতিসম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক সিলেটের প্রাচীন তারাপুর চাবাগান সংক্রান্ত মামলায় প্রদত্ত যুগান্তকারী রায় সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অবিলম্বে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এই রায় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন ধরনের কালক্ষেপণ করা অনুচিত। তাঁরা দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষায় মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের রায় বাস্তবায়নে সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ এই রায়ের আলোকে দেশের সকল বেদখলকৃত দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য সরকারকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। বিবৃতিতে বলা হয়, সারাদেশে বহু দেবোত্তর সম্পত্তি বেদখল হয়ে গেছে। এখনো নানা স্থানে ষড়যন্ত্র চলছে। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের এই রায় দখল প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে একটি আলোকিত পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হবে।

বিবৃতিতে সই করেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা বিরাজ মানব চক্রবর্তী মানস, কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক এডভোকেট মৃত্যুঞ্জয় ধর ভোলা, জেলা কমিটির সভাপতি এ্যাডভোকেট নিরঞ্জন কুমার দে, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রজত কান্তি ভট্টাচার্য, যুগ্ম সম্পাদক প্রদীপ কুমার দেব, মহানগর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সুব্রত দেব, সহ-সভাপতি মলয় পুরকায়স্থ, কৃপেশ পাল, সাধারণ সম্পাদক রজতকান্তি গুপ্ত প্রমুখ।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি কাজল দেবনাথকে মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমানের ৫০ কোটি টাকার লিগ্যাল নোটিশ

[দিনাজপুরের পার্বতীপুরে সংখ্যালঘুদের নির্যাতন ও জমি দখল সম্পর্কে অসত্য, মিথ্যা ও বানোয়াট এবং মানহানিকর বক্তব্য মিডিয়ায় প্রকাশের মাধ্যমে আর্থিক, মানসিক ও সামাজিক ক্ষতি করা প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান-এর নির্দেশে এ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ ১৪.২.২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি কাজল দেবনাথের (বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলির অন্যতম সদস্য) বিরুদ্ধে লিগ্যাল নোটিশ পাঠান। কাজল দেবনাথের পক্ষে ২২.২.২০১৬ তারিখে তার জবাব দেন ব্যারিস্টার উর্মি রহমান। দুটোরই অংশ বিশেষ নিচে দেয়া হলো।]

নোটিশ

৩। আমার মোয়াক্কেল সম্পর্কে গত ৮ জানুয়ারি ২০১৬ ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালকসহ আরও সাত আটজন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে উপস্থিত থেকে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত মূল বক্তব্যের বাইরে গিয়ে আপনি ব্যক্তিগতভাবে মিডিয়ার নিকট সুনির্দিষ্টভাবে আমার মোয়াক্কেলের বিরুদ্ধে দিনাজপুরের পার্বতীপুরে সংখ্যালঘুদের জমি দখল, অত্যাচার ও নির্যাতনের অভিযোগ আনয়ন করেছেন। উল্যেখ যে, উক্ত সংবাদ সম্মেলনে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামাল যে বক্তব্য উপস্থাপন করেন তা ছিল মূলত সারাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার, নির্যাতন সম্পর্কিত। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে সুনির্দিষ্টভাবে শুধুমাত্র সাংসদ দবিরুল ইসলামের নামে এবং অন্যান্য বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ব্যক্তিদের নামে সংখ্যালঘুদের উপরে নির্যাতন, অত্যাচার ও ভূমি দখলের অভিযোগ আনা হয়। এছাড়া উক্ত সংবাদ সম্মেলনে পার্বতীপুরের সংখ্যালঘু পরিবারের পক্ষ থেকে অনন্ত কুমার, প্রশান্ত কুমার, গণেশ রায় স্বাক্ষরিত একটি লিখিত বক্তব্য প্রেস বিজ্ঞপ্তি আকারে সাংবাদিকদের নিকট বিলি করা হয়। উক্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে জনৈক ইমদাদুল ইসলাম চৌধুরী ও হাসিনা বেগম, ইয়াং স্টার ক্লাবের সভাপতি আমজাদ হোসেন-এর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ আনয়ন করে সংখ্যালঘুদের জমি দখল, হয়রানি এবং নির্যাতন চালানোর সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হয়। এ ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।

৪। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে আয়োজনকারীদের পক্ষ হতে অথবা দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘুদের লিখিত অভিযোগ সমূহে আমার মোয়াক্কেল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু নির্যাতন, অত্যাচার বা ভূমি দখলের কোন অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি। তা সত্ত্বেও আপনি উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকদের নিকট নিম্নোক্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। যা ৯ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে প্রথম আলো, ইনকিলাব, যায় যায় দিনসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় নিম্নোক্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম আলো – দিনাজপুরের পার্বতীপুরে ক্ষত্রিয় পরিবারের ৫৫টি পরিবারের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন হচ্ছে। এর সঙ্গে জড়িত সাংসদ ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান।

ইনকিলাব – দিনাজপুরের পার্বতীপুরে ক্ষত্রিয় পরিবারের ৫৫টি পরিবারের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন হচ্ছে। এর সঙ্গে সরাসরি জড়িত সাংসদ ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান।

যায় যায় দিন – সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি কাজল দেবনাথ বলেন : ঠাকুরগাঁও, ফরিদপুর ছাড়া কয়েকদিন আগেই দিনাজপুরের পার্বতীপুরে একজন মন্ত্রীর দ্বারা জমি দখল ও হামলার ঘটনা ঘটেছে। সাংবাদিকরা ওই মন্ত্রীর নাম জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার নাম উলেখ করেন তিনি।

৫। উক্ত সম্মেলনের পরপরই বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্টনিক মিডিয়ায় আপনার অভিযোগের প্রেক্ষিতে আমার মোয়াক্কেলের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুর জমি দখল, অত্যাচার নির্যাতনের সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। উক্ত সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পরই বিষয়টি সম্পর্কে আমার মোয়াক্কেল সংবাদ সম্মেলন আহ্বানকারী আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক ও প্রথম আলোর সম্পাদকের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে উক্ত সংবাদের ভিত্তি জানতে চান। প্রতিউত্তরে আইন ও সালিশ কেন্দ্র থেকে অবহিত করা হয়, তাদের লিখিত বক্তব্যে মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমানের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করা হয়নি। প্রথম আলোর সম্পাদক তার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের কারণ উলেখ করে বলেন, কাজল দেবনাথ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্টভাবে সংখ্যালঘুদের জমি দখল ও নির্যাতনের অভিযোগ করায় তা প্রকাশিত হয়েছে। তবে রিপোর্টটি প্রকাশের আগে অভিযুক্তের সাক্ষাৎকার নেয়া প্রয়োজন ছিল বলে উলেখ করেন। এমনকি পরবর্তীতে প্রথম আলো পত্রিকা আমার মোয়াক্কেলের এ প্রসঙ্গে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন।

৬। আপনার বরাতে প্রচারিত দিনাজপুরের পার্বতীপুরের সংখ্যালঘুদের জমি দখল ও নির্যাতন সংক্রান্ত খবর মিডিয়ায় প্রকাশিত হলে পার্বতীপুরের সংখ্যালঘু জনগণের পক্ষ হতে সাংবাদিক সম্মেলন করে আপনার বক্তব্যের প্রতিবাদ করা হয় এবং উক্ত সংবাদ বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে।

৭। আমার মোয়াক্কেল টেলিফোনে আপনার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলে তার অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন যে, উক্ত ঘটনার সঙ্গে তিনি কোনভাবেই জড়িত নন, এমনকি সাংবাদিক সম্মেলনে প্রচারিত বিভিন্ন বক্তব্যে আমার মোয়াক্কেলের বিষয় কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করা হয়নি। আমার মোয়াক্কেল আপনাকে বিষয়টি অনুধাবন করে আমার মোয়াক্কেলের সামাজিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করেছেন এবং সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় আপনার বক্তব্য প্রত্যাহার করে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য অনুরোধ করেছেন।

৮। দিনাজপুরে পার্বতীপুরের যে সংখ্যালঘু পরিবারের সম্পত্তি দখলের অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে সেই সম্পত্তি ভুলবশত শত্রু সম্পত্তির তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় আশির দশকে। উক্ত শত্রু সম্পত্তির তালিকা বাতিলের দাবিতে সম্পত্তির মালিক দাবিদাররা আদালতে মামলা দায়ের করলে বাদীর পক্ষে রায় ও ডিক্রি হয়। উক্ত রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আপিল নং ১৮/৮৫ দায়ের করলে গত ১৭ জুন ১৯৯৩ তারিখে উক্ত আপিল ডিসমিস হয়ে যায়। ১৭ জুন ১৯৯৩ তারিখের রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ হাইকোর্টে সিভিল রিভিশন নং ৫৭৯৪ দায়ের করেন, যা শুনানি অন্তে ২.৬.১৯৯৯ তারিখে খারিজ হয়। উক্ত খারিজ আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে সিপি নং ১৯০৮/১৯৯৯ দায়ের করলে শুনানি অন্তে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০১ সালে ডিসমিশ হয়। আপিল বিভাগের উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন নং ৬১/২০০১ দায়ের করলে ১৫ মে ২০০২ তারিখে তা খারিজ হয়। সর্বোচ্চ আদালতের উক্ত রায়ের প্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয় উক্ত সম্পত্তি ভেস্টেড প্রোপার্টির তালিকা হতে অবমুক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ৭.১.২০০৯ তারিখে। অতঃপর ২৫.৬.২০১৪ তারিখে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে প্রকৃত মালিক–এর বরাবরে দখল বুঝিয়ে দেওয়া হয়। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তকে পাশ কাটিয়ে অবৈধ দখলদাররা উক্ত সম্পত্তি ভোগ দখল করার মানসে অহেতুক বিভিন্ন বিভ্রান্তি ছড়িয়ে তাদের স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করে। ওই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই আপনি অসৎ উদ্দেশ্যে বেআইনীভাবে প্রকৃত সত্য গোপন করে মিথ্যা, অসত্য এবং বানোয়াট অভিযোগ উত্থাপন করে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি দখল সম্পর্কে একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে অবতারণা করে আমার মোয়াক্কেলের বিরুদ্ধে আপনি সুনির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন মিডিয়ায় বক্তব্য প্রচার করেছেন যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং আমার মোয়াক্কেলকে মানসিক, সামাজিক, আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন করেছেন।

পৃষ্ঠা ৭

জবাব

২। আপনার নোটিশের ৩ ও ৪ নং অনুচ্ছেদে আপনার মোয়াক্কেল আপনার মাধ্যমে আমার মোয়াক্কেলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন তা সর্বৈব সত্য নয় বলে আমার মোয়াক্কেল এই অভিযোগ সমূহ প্রত্যাখ্যান করেন। এই প্রসঙ্গে আমার মোয়াক্কেলের বক্তব্য এই যে, 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়ন জাতীয় নাগরিক সমন্বয় সেল' ঠাকুরগাঁও জেলায় বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার সাংসদ দবিরুল ইসলাম কর্তৃক কদমতলী, সিংগাড়ী, হাইয়াপাড়া ও কামাত পাড়িয়া গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভূমি দখল সংক্রান্ত অভিযোগের সরেজমিনে অনুসন্ধান প্রতিবেদন উপস্থাপন করার জন্য গত ৮ জানুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এ সময় প্রসঙ্গক্রমে দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতাসীন দলের সাংসদ ও মন্ত্রীসহ বিভিন্ন নেতাদের বিরুদ্ধে আলোচিত অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা স্থান পায় এবং এ প্রসঙ্গেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরের ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের ৫৫টি পরিবারের ভোগ দখলীয় জমি বেদখলের অপপ্রয়াসের সাথে আপনার মোয়াক্কেল জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে বলে আমার মোয়াক্কেল উলেখ করেন। আমার মোয়াক্কেল আপনার নোটিশে উলেখিত অনন্ত কুমার, প্রশান্ত কুমার গং ৫৫টি পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে আপনার মোয়াক্কেলের নামে উত্থাপিত অভিযোগের ভিত্তিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন নেতা হিসেবে অসহায় জনগোষ্ঠীর অভিযোগের কথা উলেখ করেছেন মাত্র। আমার মোয়াক্কেল একটি সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে তার কাছে যে অভিযোগ এসেছে তা তুলে ধরাটাই তার দায়িত্ব এবং এ দায়িত্বটুকু তিনি পালন করেছেন মাত্র। এ প্রসঙ্গে উলেখ করা প্রয়োজন যে, উক্ত সংবাদ সম্মেলনে পার্বতীপুরের সংখ্যালঘু পরিবারের পক্ষ থেকে অনন্ত কুমার গংদের স্বাক্ষরিত কোন প্রেস বিজ্ঞপ্তি বন্টন করা হয়নি।

উলেখ্য যে, বিগত ২৯.১২.২০১৫ তারিখে পার্বতীপুরের ৫৫টি অসহায় ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে একটি মানববন্ধন ও প্রেসক্লাবে একটি সংবাদ সম্মেলন করা হয়। এতে প্রচারিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বা সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে যদিও আপনার মোয়াক্কেলের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য দেয়া হয়নি, কিন্তু মৌখিক বক্তৃতায় একাধিক বক্তা তাদের উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার অপপ্রয়াসের সাথে আপনার মোয়াক্কেলের সংশিষ্টতার অভিযোগ করেন। পরবর্তীকালে উক্ত অনন্ত কুমার গং লিখিতভাবে আপনার মোয়াক্কেলের নাম উলেখ করে, এমদাদুল ইসলাম চৌধুরীর পক্ষে তাদের উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ উত্থাপন করেন। আমার মোয়াক্কেল সরল বিশ্বাসে জনস্বার্থে সে অভিযোগের বিষয়টি ৮ জানুয়ারি সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নোত্তর পর্বে উলেখ করেছেন। আপনার মোয়াক্কেলের সাথে আমার মোয়াক্কেলের কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই, তাকে ব্যক্তিগতভাবে হেয়, প্রতিপন্ন করার তার অভিপ্রায়ও নেই।

৩। আপনার নোটিশে ৫ ও ৬ নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত বক্তব্য আপনার মোয়াক্কেলের বা তার সমর্থকদের বিভিন্ন কার্যক্রমের বক্তব্য, এ সম্পর্কে আমার মোয়াক্কেলের কোন বক্তব্য নেই। প্রয়োজনে এসব বক্তব্য প্রমাণের ভার আপনার মোয়াক্কেলের।

৪। আপনার নোটিশের ৭ নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত বক্তব্য আমার মোয়াক্কেল দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। আপনার মোয়াক্কেলের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগীদের অভিযোগের ভিত্তিতেই আমার মোয়াক্কেল পার্বতীপুরের ৫৫টি পরিবারের উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার অপপ্রয়াসের সাথে আপনার মোয়াক্কেলের জড়িত থাকার অভিযোগ উলেখ করে উক্ত বক্তব্য প্রকাশ করেছেন এবং এতে আপনার মোয়াক্কেলের সামাজিক, মানসিক কিংবা আর্থিক ক্ষতি হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। জনগণের অভিযোগ প্রকাশে কোন অন্যায় নেই বিধায় আমার মোয়াক্কেলকে আপনার মোয়াক্কেলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার অনুরোধ আমার মোয়াক্কেল অবান্তর বিবেচনায় প্রত্যাখ্যান করেন।

৫। আপনার নোটিশে ৮ নং অনুচ্ছেদে আনিত বক্তব্য প্রসঙ্গে আমার মোয়াক্কেলের সুস্পষ্ট বক্তব্য যে, উক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত '২৫.০৬.২০১৪ তারিখে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে প্রকৃত মালিকের বরাবরে' দখল প্রদানের দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ প্রসঙ্গে আমার মোয়াক্কেলের বক্তব্য যে, উক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত মামলায় পার্বতীপুর থানার বড়চণ্ডি মৌজার ২৫.৭৮ একর ভূমি থেকে দখলদার অসহায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকসহ ৫৫টি পরিবারের উচ্ছেদের কোন ডিক্রি আদালত দেননি বা উক্ত মামলার বাদীপক্ষ এমন প্রার্থনাও করেন নি। অথচ এটা স্বীকৃত যে, উক্ত ৫৫টি পরিবার ৬৮ বছরেরও অধিক সময় ধরে দখলে আছেন। আদালতের মামলার রায় ডিক্রির কথা উলেখ করে উক্ত এমদাদুল ইসলাম গং অসহায় মানুষগুলোকে বল প্রয়োগে উচ্ছেদের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং ভুক্তভোগীরা এই উচ্ছেদ অপপ্রয়াসে আপনার মোয়াক্কেলের মদদ দানের অভিযোগ করেছেন। এ প্রসঙ্গে উলেখ্য যে, দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানার বড় চণ্ডিপুর গ্রামের অনন্ত রায়, দ্বিজেন্দ্র রায়, দিলীপ রায় গং ৫৫ জন বাদী হয়ে উক্ত এমদাদুল ইসলাম চৌধুরীকে ১নং বিবাদী এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ পক্ষে জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ৩নং বিবাদী করে মোট ৯ জনের বিরুদ্ধে ২৫.৭৮ একর জমিতে বিরুদ্ধ দখলজনিত স্বত্বের দাবি করে ৫৮/২০১২ নং দেওয়ানী মোকদ্দমা যুগ্ম জেলা জজ, প্রথম আদালত, দিনাজপুরে দায়ের করেন যা এখনো বিচারাধীন আছে। ২০১২ সালের উক্ত মামলায় তারা ৬৪ বছর ধরে দখলে থাকার দাবি করেছেন। এমতাবস্থায় ২৫.০৬.২০১৪ তারিখে মামলার বিবাদী কর্তৃক উক্ত মামলার বাদীগণকে উচ্ছেদের কোন প্রশ্নই ওঠে না। বর্তমান মোকদ্দমায় ৫৫টি অসহায় পরিবারের স্বত্বের প্রশ্নটি জড়িত। একটি দেওয়ানী আদালতে বিচারাধীন মামলার বিষয়বস্তু নিয়ে সরকারের একজন মন্ত্রী হিসেবে আপনার মোয়াক্কেলের প্রদত্ত বক্তব্য অনভিপ্রেত। তিনি যে উক্ত ৫৫টি পরিবারের উচ্ছেদের ব্যাপারে উৎসাহী ও আগ্রহী তা আপনার নোটিশের বক্তব্যেই সুস্পষ্ট বলে আমার মোয়াক্কেল মনে করেন।

৬। আপনার নোটিশের ৯নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত আপনার মোয়াক্কেলের বক্তব্য ভিত্তিহীন ও অবান্তর। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদপত্রসহ প্রচার মাধ্যমে আপনার মোয়াক্কেল সাংবাদিকদের বরাতে বা তার নিজের লেখায় প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই আমার মোয়াক্কেলের বক্তব্যের কারণে আপনার মোয়াক্কেলের কথিত পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি কি কোন আর্থিক ক্ষতির কোন প্রশ্নই ওঠেনা। এসব কাল্পনিক আর্থিক ক্ষতির দাবি এবং ক্ষমা প্রার্থনার দাবি আমার মোয়াকেল দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।

৭। বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমার মোয়াক্কেলের বক্তব্য এই যে, ৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে দিনাজপুরের পার্বতীপুরে ৫৫টি অসহায় ভুক্তভোগী সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যদের বেআইনীভাবে উচ্ছেদের প্রক্রিয়ার অপপ্রয়াসের সাথে আপনার মোয়াক্কেল জড়িত বলে অভিযোগ থাকার যে উক্তি আমার মোয়াক্কেল করেছেন তার বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ করার সমর্থনে যথাযথ প্রামাণ্য দলিল আমার মোয়াক্কেলের হাতে আছে। তাই ৮ জানুয়ারি সংবাদ

পৃষ্ঠা ৭

নোটিশ

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

৯। আপনার উক্ত বক্তব্য বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ তা পড়ে আমার মোয়াক্কেল সম্পর্কে তাদেরও মনে একটি ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, যা কোনোভাবেই পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। আপনার এ ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে আমার মোয়াক্কেলের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার আনুমানিক পরিমাণ প্রায় ৫০ কোটি টাকার মতো। যদি আপনি আগামি ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আমার মোয়াক্কেলের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু নির্যাতন, অত্যাচার বা ভূমি দখল সম্পর্কে আপনার দেয়া বক্তব্য ও অভিযোগ যা বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে তা প্রত্যাহার করে বিবৃতি প্রচার করে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকটনিক মিডিয়ায় প্রকাশ না করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা না করেন তাহলে আপনার বিরুদ্ধে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনে যথাযথ আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

অতএব, আপনাকে এইমর্মে অত্র লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হচ্ছে যে, আপনি আগামি ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আমার মোয়াক্কেলের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু নির্যাতন, অত্যাচার বা ভূমি দখল সম্পর্কে আপনার দেয়া বক্তব্য ও অভিযোগ যা বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকটনিক মিডিয়ায় ৯.১.২০১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে তা প্রত্যাহার করে বিবৃতি প্রচার করে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ করবেন এবং আমার মোয়াক্কেলের মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন নতুবা আপনার বিরুদ্ধে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনে যথাযথ আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

মনজিল মোরসেদ, এ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।

জবাব

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

সম্মেলনে প্রদত্ত আমার মোয়াক্কেলের বক্তব্য ভ্রান্ত বা ভিত্তিহীন নয়। ভুক্তভোগী অসহায় জনগণের যে অভিযোগ আমার মোয়াক্কেল উত্থাপন করেছেন তা সরল বিশ্বাসে ও জনগণের স্বার্থ রক্ষায় তুলে ধরেছেন বিধায় তা প্রত্যাহারের কোন প্রশ্নই নেই। বরং আমার মোয়াক্কেল মনে করেন আপনার মাধ্যমে প্রদত্ত লিগ্যাল নোটিশটি তাকে হয়রানি করার নামান্তর।

এমতাবস্থায়, আমার মোয়াক্কেল আপনার মাধ্যমে আপনার মোয়াক্কেলকে এই নোটিশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আপনার মাধ্যমে প্রেরিত ১৪.০২.২০১৬ তারিখের লিগ্যাল নোটিশটি প্রত্যাহারের অনুরোধ জানাচ্ছেন, নতুবা আমার মোয়াক্কেল উক্ত নোটিশ দ্বারা তাকে অহেতুক হয়রানি করার জন্য আপনার মোয়াক্কেলের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

উর্মি রহমান, ব্যারিস্টার-এট-ল', এ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।

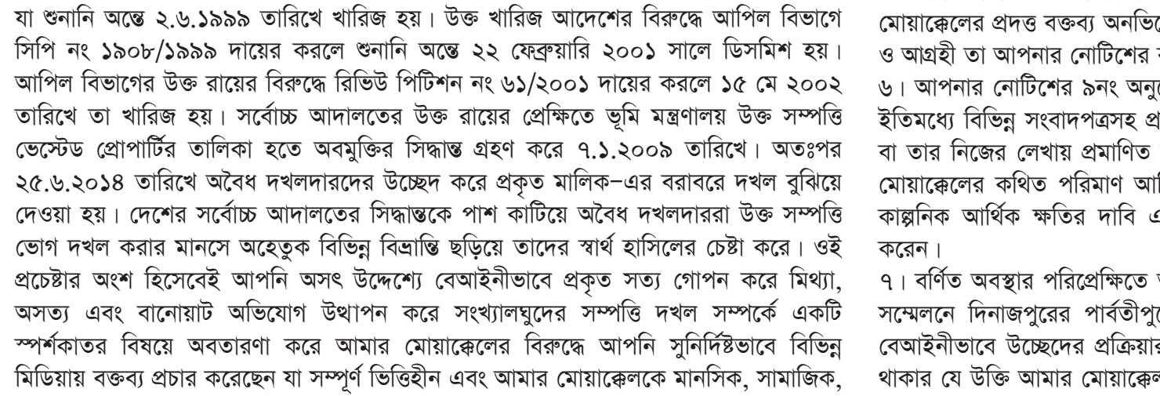
শ্রীশ্রী সন্ত গৌড়ীয় মঠ পঞ্চগড় এর অধ্যক্ষ যজ্ঞেশ্বর রায়ের
হত্যার প্রতিবাদে ও হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার পূর্বক বিচারের দাবীতে
মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ, চট্ট

চট্টগ্রামে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের মানববন্ধন। ছবি : পরিষদ বার্তা।

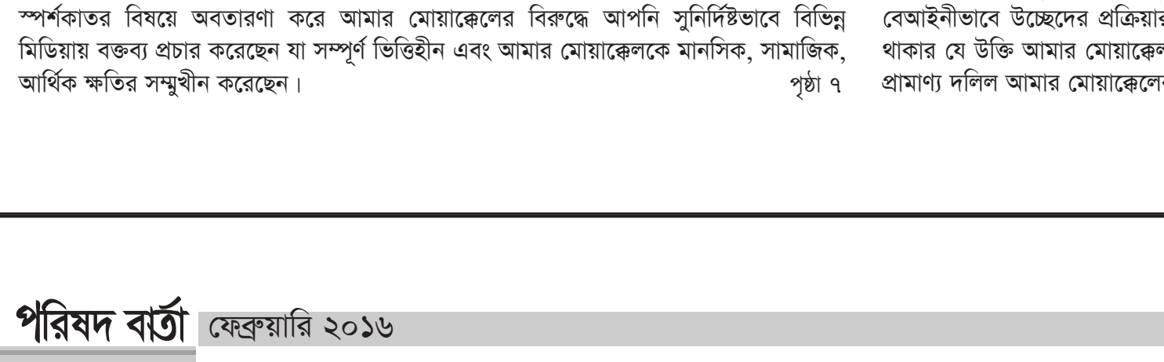
মানববন্ধন
মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, পটুয়াখালী জেলা শাখা।

পটুয়াখালীতে মানববন্ধন। ছবি : পরিষদ বার্তা।

সাধু হত্যার প্রতিবাদে সারাদেশে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

পঞ্চগড়ে গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ভক্তিনিলয় সন্ত মহারাজকে গলা কেটে হত্যা ও একজন ব্রহ্মচারীকে হত্যার চেষ্টার প্রতিবাদে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশের মাধ্যমে তীব্র ধিক্কার জানায় ও ক্ষোভ প্রকাশ করে। প্রতিবাদে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদও অংশগ্রহণ করে। ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে। কেন্দ্রীয় সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, এই হামলা আবারও জানিয়ে দিল এদেশে সংখ্যালঘুরা কীভাবে আছেন। দিনদিন সারাদেশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। পঞ্চগড়ের ঘটনা বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে আবারও ক্ষতিগ্রস্ত করলো। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে প্রতিবাদ জানাতে মাঠে নামতে হচ্ছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পাশে নেই।

২২ ফেব্রুয়ারি এই মানববন্ধন বক্তব্য রাখেন, অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত, এ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, জয়ন্ত সেন দীপু, বাসুদেব ধর, মিলন দত্ত, জে.এল ভৌমিক, এ্যাডভোকেট তাপস কুমার পাল, নির্মল কুমার চ্যাটার্জি, এ্যাডভোকেট শ্যামল কুমার রায়, এ্যাডভোকেট কিশোর রঞ্জন মন্ডল প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বৃহত্তর দিনাজপুরে একের পর এক ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, জায়গা-জমি দখল যেন এক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে গোটা জাতির প্রতি। কিন্তু যেভাবে সার্বজনীনভাবে প্রতিবাদ হওয়ার কথা আমরা তা দেখছি না। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। হামলা এবং জবরদখলের ঘটনায় শাসক দলের কেউ কেউ জড়িত বলে যে অভিযোগ আসছে, দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সরকারকে প্রমাণ করতে হবে আইনের হাত দীর্ঘ।

পরে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের আহ্বানে ২৭ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকাসহ এসব মানববন্ধনে দেবীগঞ্জের এই ঘটনায় সারাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে বলে উলেখ করা হয়।

ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত এ মানববন্ধনে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বলেন, নির্যাতন, জবরদখল, বাড়িঘর ও মন্দির-মাঠে হামলা এবং হত্যার ঘটনায় বারবার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রাজপথে নামতে হচ্ছে। এ অবস্থা যে কোন দেশের জন্য গৌরবজনক নয়। সাম্প্রদায়িক হামলার এই ধারাবাহিকতায় আজ একজন সাধুকেও প্রাণ দিতে হলো। একাত্তরে সাধারণ মানুষের সাথে সাধু-সন্ন্যাসীদের হত্যা করা হয়েছিল। স্বাধীনতার ৪৫ বছর পর আবারও সাধুর রক্তে রঞ্জিত হয়েছে বাংলাদেশের মাটি। এটা গোটা জাতির জন্যই লজ্জার।

সারাদেশে জেলা-উপজেলায় এদিন মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকায় প্রাপ্ত কয়েকটি জেলার খবর এখানে দেয়া হলো।

চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি জানান, বিগত এক দশকে বিভিন্ন মঠ-মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডার অনেক ধর্মীয় গুরুকে হত্যা করলেও এ'পর্যন্ত সব হত্যাকান্ডের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়নি। এরই ধারাবাহিকতায় উৎসাহিত হয়ে খুনি চক্র পঞ্চগড়ের গৌড়ীয় মঠ'র অধ্যক্ষ যজ্ঞেশ্বর রায়কে পরিকল্পিতভাবে খুন করেছে। এসব হত্যাকান্ডের মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টি করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করে তাদের জায়গা সম্পত্তি গ্রাস করাই তাদের মদদ দাতাদের মূল লক্ষ্য। তাই 'দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে' খুনের বিচার করতে হবে। প্রশাসন ও সরকার দুষ্কৃতিকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত না করলে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এদেশের সাধারণ জনগণকে সাথে নিয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে জামালখান সড়কে অরবিন্দ বড়ুয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা উপরোক্ত কথা বলেন। এ্যাডভোকেট প্রদীপ কুমার চৌধুরীর সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন- মহানগর হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট নিতাই প্রসাদ ঘোষ, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি শ্যামল কুমার পালিত, মতি লাল দেওয়ানজী, অধ্যক্ষ বিজয় লক্ষী দেবী, এডভোকেট চন্দন বিশ্বাস, বিজয় কুমার বড়ুয়া, এ্যাডভোকেট তুষার কান্তি সিংহ হাজারী, দুলাল চৌধুরী, ইস্কনের তারণ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, সুবল সখা দাস ব্রহ্মচারী, সুদামা বিপ্র দাস, এ্যাড. অনুপম চক্রবর্তী, রুমা সিংহ, সুকান্ত দত্ত, বিশ্বজিত পালিত, স্বরূপ চৌধুরী, অসীম দেব, এ্যাড. রুবেল পাল, সুমন কান্তি দে, পঙ্কজ বৈদ্য সুজন, অনুপ রক্ষিত, সুভাষ দাশ, বিকাশ মজুমদার, ডা. বিধান মিত্র, রাজু দাশ হিরো, সিজার বড়ুয়া, সাজিব বৈদ্য, ডা. চন্দন দত্ত, কিরণ লাল আচার্য্য, কৃষ্ণকান্ত ধর, নিউটন সরকার, প্রদীপ দাশ বাবু, বাবুল দে, দীপক দেওয়ানজী, তাপস দে, অপু বৈদ্য, মধুসূদন চক্রবর্তী প্রমুখ।

পটুয়াখালী

॥ পটুয়াখালী থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ উপজেলার শ্রীশ্রীসন্ত গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ভক্তিনিলয় মহারাজকে নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে এবং হত্যাকারীদের অনতিবিলম্বে গ্রেফতার ও দ্রুতবিচারের দাবিতে পটুয়াখালীতে মানব বন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এবং বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ পটুয়াখালী জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ।

২৭ ফেব্রুয়ারি শনিবার সকাল ১০টায় পটুয়াখালী প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ও হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আয়োজনে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি অতুল চন্দ্র দাস এর সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি স্বপন ব্যানার্জী, পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি এ্যাড.কমল দত্ত, সাধারণ সম্পাদক কাজল বরন দাস, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার দাস, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এ্যাড. তারক চন্দ্র সাহা, তপন কুমার দাস, জেলা রবীন্দ্র সম্মিলন পরিষদের সভাপতি নির্মল দাস গুপ্ত, জেলা মহিলা ঐক্য পরিষদের সভানেত্রী এ্যাড বিভা রানী, ইসকন মন্দিরের কৃপ্যাসিন্দু ব্রহ্মচারীসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

নওগাঁ

নওগাঁ থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি জানান, শ্রীশ্রী সন্ত গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষকে জবাই করে হত্যার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে নওগাঁ জেলা পূজা উদযাপন পরিষদ। জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি নির্মল কৃষ্ণ সাহা, সহ-সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার মনি ও সাধারণ সম্পাদক বিভাস মজুমদার গোপাল এক বিবৃতিতে বলেন, সন্ত্রাসী অস্ত্রধারীরা শুধু সাধুকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। তাদের হামলায় আরেক ব্রহ্মচারী গুরুতর আহত হয়েছেন। এই ন্যাক্কারজনক হামলার ঘটনা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ওপর হামলার সামিল দাবি করে বিবৃতিতে বলা হয়, অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেফতার করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক এমন শাস্তি দেয়া হোক, যেন পরবর্তীতে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় বা তাদের ধর্মীয় উপাসনালয়ের ওপর কেউ হামলা করার সাহস না পায়।

অন্যান্য জেলা-উপজেলায়ও মানববন্ধনে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।

জেলা কমিটির প্রতি অনুরোধ

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জেলা কমিটিসমূহকে জেলায় কোনও সাম্প্রদায়িক নির্যাতন নিপীড়ন ও হামলার ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে তা পরিষদ বার্তার সম্পাদকীয় কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে ছবি ও স্থানীয় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবি ও গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য সংযুক্ত করে পাঠালে তা পরিষদ বার্তায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

পঞ্চগড় গৌড়ীয় মঠ

(১) মূল মন্দির। (২) ভক্তিনিলয় ভিক্ষু মহারাজের পুষ্পসমাধি, করতোয়া তীরে দাহ করার পর মন্দিরের পাশে পুষ্পসমাধি রচিত হয়েছে।
(৩) মন্দির থেকে করতোয়া সেতুর পশ্চিম প্রান্ত দেখা যায়, এখানেই জঙ্গিদের মোটরসাইকেল থেমেছিল। একজন জঙ্গি এখানেই অপেক্ষা করে।
(৪) নির্মীয়মান সাধুনিবাস। ছবি : পরিষদ বার্তা।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে

সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান

॥ চট্টগ্রাম থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

তৃণমূলে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আগামি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অন্তত: সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় যোগ্য, দেশপ্রেমিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীকে চেয়ারম্যান পদে মনোনয়ন দেয়ার জন্যে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত সরকারি দলসহ সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, নাগরিকদের দুর্বলতর অংশ নারী সমাজের মতোই সুদীর্ঘ সাত দশক ধরে অবহেলিত। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে সর্বক্ষেত্রে তাদের যথাযথ

পৃষ্ঠা ২

একের পর এক হামলা আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে

॥ রতন সিং, দিনাজপুর থেকে ॥

পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার পল্লীতে গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ভক্তিনিলয় ভিক্ষু মহারাজকে জবাই করে হত্যার পর এই এলাকায় সংখ্যালঘুদের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। লোমহর্ষক ঘটনায় জড়িতদের আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তবে এখনও একের পর এক ঘটনা ও নাশকতা কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে জঙ্গিরা।

রংপুর বিভাগের দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় অর্থাৎ বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার মানুষজন শান্তিপ্রিয় বলে সুখ্যাতি রয়েছে। শান্তির জনপদকে অশান্ত করে তুলতে গত বছর ১৮ নভেম্বর/১৫ সকাল সাড়ে ৭ টার দিকে দিনাজপুর শহরের বিআরটিসি বাসডিপোর কাছে মোটর সাইকেল আরোহী ৩ জঙ্গী ইতালীয় নাগরিক ধর্মযাজক ফাদার ডাঃ পিয়ারো পিচমকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা চালায়। এরপর ৪ ডিসেম্বর/১৫ শুক্রবার দিবাগত রাতে কাহারোল উপজেলার ঐতিহ্যবাহী শ্রীশ্রীকান্তজীউ রাসমেলার যাত্রা প্যান্ডেলে জঙ্গীরা বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এখানে আহত হন ৫ জন। ১০ ডিসেম্বর/১৫ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে একই উপজেলার জয়নন্দ ইসকন মন্দিরে গুলিবর্ষণ-বোমা হামলা করে কীর্তনরত ভক্তদের হত্যার চেষ্টা করে। এ ঘটনায় আহত হন ৪ জন। একই রাতে একই সময় দিনাজপুর সদর উপজেলার ভূষিরবন্দরে ভবানী শংকর আগরওয়ালাদের পেট্রোল পাম্পে ডাকাতি করে অর্থ লুন্ঠন ও বোমা-গুলি বর্ষণ করা হয়। এ ঘটনায় আহত হন ৩ জন।

দিনাজপুর তথা বাংলাদেশের সর্বউত্তরের জেলা পঞ্চগড় যার অবস্থান হিমালয়ের পাদদেশে, যে জেলার দেশের উত্তরের সর্বশেষ উপজেলা তেঁতুলিয়া এবং দেশের দক্ষিণের সর্বশেষ উপজেলা টেকনাফ যা দেশের ভৌগলিক সীমানাকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। সেই পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার ৯ নম্বর দেবীডোবা ইউনিয়নের করতোয়া নদী ঘেঁষা ৪র্থ চীন মৈত্রী সেতু'র সোনাপোতা গ্রামের নির্জন স্থানে অবস্থিত সন্ত গৌড়ীয় মঠ। ক্রয় করা নিজস্ব ২৬ শতাংশ জমির উপর ১৯৯৮ সালে নির্মাণ করা হয় এই সন্ত গৌড়ীয় মঠ। মঠের অধ্যক্ষ ভক্তিনিলয় ভিক্ষু মহারাজ (৫০) (যজ্ঞেশ্বর দাস)। মূল মন্দির সংলগ্ন উত্তর পাশে নরেশ চন্দ্র বর্মন নামে জনৈক ভক্তের টিনের চালা ঘরে পুরোহিত ভক্তি নিলয় ভিক্ষু মহারাজ থাকতেন। ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সকাল সাড়ে ৬ টার দিকে মটরসাইকেলযোগে আসা জঙ্গী গোষ্ঠির ৩ জনের "কিলিং স্কোয়াড"- এর মধ্যে ২ জন মঠ আঙ্গিনায় প্রবেশ করে মঠের অধ্যক্ষ ভক্তি নিলয় ভিক্ষু মহারাজ (যজ্ঞেশ্বর) কে গলা কেটে হত্যা করে। হত্যাকারী জঙ্গীরা প্রধান পুরোহিতের শরীর হতে মাথা বিচ্ছিন্ন করে মৃত্যু নিশ্চিত করে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

২৩ ফেব্রুয়ারি/১৬ দিবাগত রাতে দুর্বৃত্তরা পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী উপজেলার মোলানী গ্রামের হরিমন্দিরে হামলা চালিয়ে ৫টি গম্বুজের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম কোনের গম্বুজটি দুর্বৃত্তরা ভেঙ্গে ফেলে। হামলাকারীরা মন্দিরের প্রতিমা ভাংচুর ও মন্দিরের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। ২৭ ফেব্রুয়ারি/১৬ দিবাগত রাতে দেবীগঞ্জ উপজেলার সুন্দরদীঘি ইউনিয়নের সুন্দরদীঘি গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ বসন্ত কুমার রায় এর গ্রামের বাড়ির পরিবারিক মন্দিরে হামলা চালিয়ে শিব ও কালী প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলে। পুলিশ বলেছে প্রতিটি ঘটনার সাথে জড়িতদের আটক করা হয়েছে। তবে আতংকিত সাধারণ মানুষ।

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় সম্পাদক : বাসুদেব ধর E-mail : parishadbarta@gmail.com মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২ ০১৭১৫১৫৮৩৩২
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, ২৬, বীরউত্তম সি আর দত্ত সড়ক, নাহার প্লাজা, ১০ম তলা, (কক্ষ নং, ১০০৮ বি) ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।